বাংলা

বালভারতী

পঞ্চম শ্রেণী

ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে ;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বযসেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস-২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬) এসডী-৪ তারিখ ২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ২৯.০৬.২০২১এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক সন ২০২১-২২ এই শৈক্ষণিক বর্ষ থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে ।

বাংলা

বালভারতী

পঞ্চম শ্রেণী

আমার নাম ----------

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে ।

Z3V6N5

আপনার স্মার্টফোনে DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার QR Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক-শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে ।

First Edition - 2021
Reprint - 2022
© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ৪১০০৪এই বইয়ের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধিনে সংরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

বাংলা ভাষা সমিতি

- **শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)**
- শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথ হালদার (সদস্য)
- শ্রী দিলীপ অনুকূল রায় (সদস্য)
- শ্রীমতী বাসন্তী রথীন্দ্রনাথ দাসমণ্ডল (সদস্যা)
- শ্রী শিবপদ রসিকলাল রপ্তান (সদস্য)
- শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারই (সদস্যা)
- শ্রী মাখন ব্রিটিশ মাঝি (সদস্য)
- শ্রী রামপদ কালীপদ সরকার (সদস্য)
- শ্রী উত্তম উপেন মজুমদার (সদস্য)
- ডা. অলকা পোতদার (সদস্য - সচিব)

বাংলা ভাষা অভ্যাস গট

- শ্রী দীপক হরিদাস হালদার
- শ্রী শঙ্কর অমূল্য মণ্ডল
- শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার
- শ্রী মহীতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল
- শ্রী বাবুরাম অমূল্য সেন
- শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার
- কু তৃপ্তিলতা প্রমথেশ বিশ্বাস
- শ্রীমতী পিঙ্কী সুবোধ সাহা
- শ্রী অনিমেশ অরুণ বিশ্বাস
- শ্রী নিথিন বিনয়ভূষণ হালদার
- শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস
- শ্রী সুজয় জগদীশ বাছাড়
- শ্রী স্বপন বিশ্বনাথ পাল
- শ্রী সঞ্জয় দুখীরাম মণ্ডল
- শ্রী অতুল নগরবাসী বালা
- শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল
- শ্রী অনিল ধীরেন বারই
- শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধীর সিকদার
- শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
- শ্রী অরুণ দীনবন্ধু মণ্ডল
- শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা
- শ্রী ভবরঞ্জন ইন্দুভূষণ হালদার

সংযোজক :

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

সহায়ক সংযোজক
সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

নির্মিতি :

শ্রী সাচ্চিতানন্দ আফড়ে
মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী সচিন মেহতা
নির্মিতি অধিকারী
শ্রী নিতিন বাণী
সহায়ক নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক :
বিবেক উত্তম গোসাবী
নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল,
প্রভাদেবী, মুম্বাই ২৫

মুখপৃষ্ঠ : শ্রী সুহাস জগতাপ
চিত্রাঙ্কন : শ্রী রাজেন্দ্র গিরিধারী
অক্ষরাঙ্কন : সমর্থ গ্রাফিক্স্
ডিজাইনিঙ্গ : ৫২২ নারায়ণ পেঠ, পুণে ৩০
কাগজ : ৭০ জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ : N/PB/2022-23/500
মুদ্রক : M/S. UCHITHA GRAPHICS PRINTERS PVT. LTD., NAVI MUMBAI

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক,ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্ত্রিক,সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে,জয় হে,জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ। সমস্ত ভারত বাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।

আমি আমার মা-বাবা,গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

প্রস্তাবনা

স্নেহের শিক্ষার্থী বন্ধুগণ,

শিশুদের 'নিঃশুল্ক এবং অনিবার্য শিক্ষাধিকার অধিনিয়ম ২০০৯', 'রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম প্রারূপ ২০০৫' এবং 'রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যচর্যা ২০১২' কে দৃষ্টিতে রেখে ২০২১ শে 'মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, বালভারতী', পুণের পক্ষ থেকে প্রথমবার পঞ্চম শ্রেণীর 'বাংলা বালভারতী পুস্তক' নির্মিত করা হয়েছে। এই পুস্তকটি তোমাদের হতে তুলে ধরতে আমরা অতিশয় আনন্দ বোধ করছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুর্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তথাপি যেহেতু মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই মারাঠী ও হিন্দী ভাষার কিছু শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষার মহত্ত্ব অতুলনীয়। যেহেতু অল্পসংখ্যক বাঙালি মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা জানি যে কবিতা, গীত, গজল শুনতে ও পড়তে তোমাদের খুব ভালো লাগে। তোমরা সকলে গল্পের জগতে বিচরণ করতে অনেক পছন্দ করো। তোমাদের এই ইচ্ছাগুলিকে মাথায় রেখে বিশেষভাবে পাঠের সমাহিত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে চয়নিত কবিতা, গল্প, গীত, গজল, কাহিনী, সংলাপ, পত্র এই সকল বিভিন্ন বিধা তোমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ উপযোগী হবে। এছাড়া বিভিন্ন উপক্রম, কৃতি, প্রকল্প ও স্বীয় মন্তব্য প্রকাশের ক্ষমতার বিকাশ পূর্ণ হতে সক্ষম হবে। ডিজিটাল দুনিয়ার নিত্য-নতুন পদ্ধতি, নব ভাবনার সমাধানের দৃষ্টান্ত এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনকে দৃঢ়িকরণ ও অভ্যাসের জন্য বিভিন্ন কৃতি-দ্বারা পাঠ্যপুস্তকটি সুসজ্জিত করা হয়েছে।

তোমাদের সৃজনশীলতা ও প্রয়োজনীতাকে লক্ষ্য রেখে তোমাদের বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে বহু অংশে প্রাধান্য দিয়ে স্বয়ং অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাঠের শেষে শব্দার্থ ও অনুশীলনের মাধ্যমে তোমরা ভাষা শিখবে এবং আনন্দ উপভোগ করবে। ভাষাকে দৈনন্দিন জীবনে উপযোজনের জন্য বাংলা ভাষার প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে। ভাষিক প্রবণতা তথ্য উদ্দেশ্যের পূর্তি হেতু অভিভাবক এবং গুরুজনদের সাহায্য ও মার্গদর্শন তোমাদের খুব পছন্দ হবে।

'বাংলা ভাষা সমিতি', 'ভাষা অভ্যাসগট' এবং চিত্রকারগণের' নিরলস ও নিষ্ঠাপূর্বক পরিশ্রমে এই পুস্তক তৈরী করা হয়েছে। পুস্তকটি ত্রুটিহীন এবং উচ্চমানের তৈরী করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত বাঙালি প্রাথমিক / মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা সমীক্ষন করানো হয়েছে। সমীক্ষকগণের সূচনা এবং মতামতগুলিকে নজরে রেখে 'বাংলা ভাষা সমিতি' এবং 'অভ্যাসগট সদস্য' এই পুস্তককে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে।

আশা করি পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা ভালো ভাবে বলতে, পড়তে এবং লিখতে শিখবে। লেখাপড়া শিখে তোমরা আদর্শ এবং সর্বগুণসম্পন্ন নাগরিক হবে।

তোমাদের অনেক-অনেক শুভকামনা।

(দিনকর পাটিল)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ০৪

পুণে
তারিখ : ১লা মে ২০২১
ভারতীয় সৌর : ২০ চৈত্র ১৯৪৩

বাংলা অধ্যয়ন ফলাফল - পঞ্চম শ্রেণী

শেখা - শেখানোর প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন ফলাফল
সকল শিক্ষার্থীদের (ভিন্নরূপে সক্ষম শিক্ষার্থী সহিত) ব্যক্তিগত, দলগতভাবে কার্য করার সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে যাতে তারা- • বিভিন্ন বিষয়, পরিস্থিতি, ঘটনাবলী, অভিজ্ঞতা, গল্প, কবিতা, প্রভৃতি, নিজের মতে এবং নিজের ভাষায় (মৌখিক লিখিত সাংকেতিকরূপে) বলতে শোনাতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, এবং নিজের অভিমত যোগ করতে সুযোগ পায়। • লাইব্রেরীতে, শ্রেণীতে, আলাদা-আলাদা রকমের গল্প, কবিতা অথবা শিশু সাহিত্য স্তর অনুসারে সামগ্রী সাইন-বোর্ড, হোডিং, খবরের কাগজের কাটিং তাদের আশে-পাশের পরিবেশে উপলব্ধ হয় এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ পায়। • ভিন্ন-ভিন্ন রকমের গল্প, কবিতা, পোষ্টার প্রভৃতি সন্দর্ভ অনুসারে পড়ে বুঝেতে বোঝাতে সুযোগ পায়। • শোনা, দেখা, পড়া কথাগুলি নিজের মতে নিজের ভাষায় লেখার সুযোগ পায়। • প্রয়োজন ও সন্দর্ভ অনুসারে নিজের ভাষা গড়া (নতুন শব্দ / বাক্য/ অভিব্যক্তি তৈরী) ও তার প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। • একে-অপরের লিখিত রচনা শোনা, পড়া ও নিজের মতামত দিয়ে নিজের কথা জুড়ে, বাড়িয়ে ও আলাদা-আলাদা লেখার সুযোগ পায়। • পারিপার্শ্বিক গতিবিধি, ঘটিনাবলী নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, শিক্ষার্থীদের সাথে কথা এবং আলোচনা করা, টিপ্পনী করা, মতামত দেওয়ার সুযোগ পায়। • বিষয়বস্তুর সন্দর্ভে ভাষার সূক্ষ্মতা ও ভার নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি বুঝেও প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। • নতুন শব্দের অর্থ অভিধানে দেখার সুযোগ পায়। • অন্যান্য বিষয়, ব্যবসায় কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে (যেমন গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক অধ্যয়ন, নৃত্যকলা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি) প্রযুক্ত শব্দাবলীকে বুঝতে ও তার সন্দর্ভ এবং পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। • পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য বিষয় বহির্ভূত সামগ্রীতে	**শিক্ষার্থীরা** 05.11.01 নিজেদের পারিপার্শ্বিক ঘটিত ঘটনাবলীর বিভিন্ন ঘটনার সূক্ষ্মতার উপর লক্ষ্য দিয়ে তার পর মৌখিকরূপে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। 05.11.02 ভাষার সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করে নিজের (মৌখিক) ভাষা গঠন করে। 05.11.03 বিবিধ প্রকারের সামগ্রীতে (যেমন খবরের কাগজ, শিশু সাহিত্য, পোষ্টার ইত্যাদি) সংবেদনশীল বিন্দুর উপর (মৌখিক / লিখিত) তাভিব্যক্তি করে। 05.11.04 বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্যর (সূচনা ফলকের সূচনা কার্যক্রমের বিবরণ, তথ্য ইত্যাদি প্রাপ্ত করার জন্য) জন্য পড়ে ও লেখে। 05.11.05 নিজের পাঠ্যপুস্তকে বহির্ভূত সামগ্রী (খবরের কাগজ / শিশুপত্রিকা, হোডিং প্রভৃতি) বুঝে পড়তে পারে ও তার বিষয়ে বলতে পারে। 05.11.06 শোনা অথবা পঠিত রচনার (হাস্য, সাহসিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ের আধারে গল্প কবিতা ইত্যাদি) বিষয় বস্তু, ঘটনা চিত্র ও পাত্র শীর্ষক এর বিষয়ে বলতে পারে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নিজস্ব মতামত দেয়। নিষ্কর্ষ বলে। 05.11.07 অপরিচিত শব্দের অর্থ অভিধান থেকে খুঁজে নেয়। 05.11.08 নিজস্ব ইচ্ছা কিংবা শিক্ষক দ্বারা নির্ধারিত গতিবিধির অন্তর্গত লেখনের প্রক্রিয়াকে যাচাই করে এবং লেখনে পরিবর্তন করতে পারে। যেমন-কোনো ঘটনার বিষয়ে বলার জন্য, বিদ্যালয়ের দেওয়াল পত্রিকার জন্য লেখা কিংবা কোনো বন্ধুকে পত্র লেখা। 05.11.09 ইংরেজী শব্দ, বাক্যের দেবনাগরী লিপিতে লিপ্যান্তর করে। 05.11.10 দেবনাগরী লেখা শব্দ ও বাক্য ইংরেজীতে লিপ্যান্তর করে। 05.11.11 বাগধারা-প্রবাদ বাক্য নিজে বলতে ও লিখতে পারে এবং সার্থক বাক্যে ব্যবহার করে। 05.11.12 ভাষার সূক্ষ্মতার পরে লক্ষ্য রেখে নিজের ভাষা গঠন করে নেয় ও ব্রেললিপীতে সমাবেশ করে। 05.11.13 ভাষার ব্যাকরণীয় একক (যেমন-কারক চিহ্ন - ক্রিয়া, বিপরীত শব্দ) চিনতে পারে এবং সতর্কের সহিত লেখন করে।) 05.11.14 বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য লেখার সময় বিরাম চিহ্ন যেমন-পূর্ণ বিরাম, অল্প বিরাম, প্রশ্নবাচক চিহ্ন ইত্যাদির সচেতন ব্যবহার করে।

উপস্থিত প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সংবেদনশীল প্রসঙ্গ বোঝার এবং আলোচনা করার সুযোগ পায়।

05.11.15 স্তর অনুসারে বিভিন্ন বিষয়, ব্যবসায় কলাবিদ্যা ইত্যাদি (যেমন-গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক অধ্যয়ন, নৃত্যকলা চিকিৎসা ইত্যাদি) তে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পারে এবং সন্দর্ভ ও পরিস্থিতি অনুসারে লেখনে ব্যবহার করে।

05.11.16 নিজেদের পারিপার্শ্বিক ঘটিত বিভিন্ন ঘটনার সুক্ষ্মতা লক্ষ্য করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

05.11.17 উদ্দেশ্য ও সন্দর্ভ অনুসারে লেখার সময় শব্দ বাক্য, ও বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার করে।

05.11.18 পাঠ্যপুস্তক কিংবা বহির্ভূত সামগ্রীতে সংবেদনশীল বিন্দুতে লিখিত রূপে ব্রেল লিপিতে ব্যক্ত করে।

05.11.19 নিজের কল্পনা দ্বারা গল্প, কবিতা, পত্র ইত্যাদি লিখতে পারে। কবিতা, কাহিনী সৃজনাত্মক রূপে লিখতে পারে।

শিক্ষকদের জন্য দুটি কথা...

সম্মানীয় শিক্ষক/ অভিভাবক বৃন্দ,

এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাষার নতুন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ ও বিভিন্ন মনোরঞ্জক বিষয়ের সাথে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করা হল। পাঠ্যপুস্তকটি স্তরীয় (গ্রেডেড) তৈরী করে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে 'সরল থেকে কঠিন' ক্রমে রাখা হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অনুভব, ঘর পরিবেশ কে ভিত্তি করে শ্রবণ, ভাষণ-সম্ভাষণ, পঠন, লেখনের ভাষিক মৌলিক কৌশলের সাথে ভাষা প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক সৃজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্বয়ং অধ্যয়ন এবং চর্চায় প্রেরিত করা, রঞ্জক, আকর্ষক, সরল ও সহজ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে ক্রমিক এবং শ্রেণীবদ্ধ কৌশল আধারিত অধ্যয়ন সামগ্রী অধ্যাপন সংকেত, অনুশীলনী ও উপক্রম দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য লয়াত্মক গীত, কবিতা, গল্প, কাহিনী, সংলাপ, গজল ইত্যাদি বিষয়বস্তুর সাথে চিত্র বাচন, চেনো ও চর্চা করো বোঝো ও কৃতি করো অনুলেখন, শ্রুতি লেখন বিভিন্ন কৃতি ও দেওয়া হয়েছে। সূচনানুসারে এর কৃতি সতত অনিবার্য। শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি এটা আশা করা যায় যে অধ্যয়ন-অনুভব দেওয়ার পুর্বে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অধ্যয়ন সংকেত এবং দিক্‌নির্দেশ ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে। সব কৃতি গুলি শিক্ষার্থীদের দ্বারা করিয়ে নিতে হবে। অনুশিলনীতে দেওয়া পাঠ্যসামগ্রীতে উপলব্ধ করিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনানুসার মার্গদর্শন করতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া শব্দার্থের ব্যবহার করবে লয়াত্মক ধ্বন্যাত্মক শব্দের অপেক্ষিত উচ্চারণ এবং দৃঢ়করণ করানো আবশ্যক। এই পাঠ্যপুস্তকে লোক প্রচলিত তদ্‌ভব শব্দেরও প্রয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এর সঙ্গে ভালো ভাবে পরিচিত থাকে। এর মাধ্যমে মাণক শব্দের তথ্য প্রাপ্ত করা সরল হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শেখানোর জন্য ব্যাকরণের বিভিন্ন অংশ দেওয়া হয়েছে।

আবশ্যকতা অনুসারে পাঠের শেষে কৃতি, উপক্রম খেলা, প্রসঙ্গের সমাবেশ করা হয়েছে। অভিভাবক গণ পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জীবনমূল্য, জীবন কৌশল ও মৌলিক তত্ত্বের বিকাশের সুযোগ শিক্ষার্থীদের প্রদান করবে। পাঠ্য সামগ্রীর মূল্যয়ন নিরন্তর চলতে থাকা প্রণালী এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা থেকে চিন্তামুক্ত থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত সকল ক্ষমতা শ্রবণ, ভাষণ, সম্ভাষণ, পঠন, লেখন, ভাষা অধ্যয়ন ব্যাকরণ এবং অধ্যয়ন কৌশল্যের অবিরত মূল্যায়ণ অপেক্ষিত।

এটা আশা করা যায় যে, আপনারা সকলে, অধ্যয়ন, অধ্যাপনে পাঠ্যপুস্তক কুশলতাপূর্বক ব্যবহার করবেন এবং বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিরুচি ও আত্মীয়তার ভাবনা জাগৃত করে তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করবেন।

সূচীপত্র

প্রথম বিভাগ

ক্র.	পাঠের নাম	গদ্য /পদ্য	লেখক/কবি	পৃষ্ঠা ক্র.
●	জন্মদিন	পূর্বানুভব	কৃতি-কার্য	১
১.	চল্ চল্ চল্	পদ্য	কাজী নজরুল ইসলাম	২
২.	উকিলের বুদ্ধি	গদ্য	সুকুমার রায়	৫
৩.	কুয়োর ব্যাঙ	গদ্য	স্বামী বিবেকানন্দ	৯
৪.	রাখাল ছেলে	পদ্য	জসীমউদ্দীন	১৩
৫.	পুষ্পগুচ্ছ তৈরি করার বিধি	উপক্রম	কৃতি-কার্য	১৬
৬.	পত্র লেখন	লেখন কৌশল	উপযোজন	১৭
৭.	দুষ্টের শাস্তি	গদ্য	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	২০
৮.	(অ) নাম আমাদের	ব্যাকরণ	ভাষা অধ্যয়ন	২৬
	(ব) সম্বোধন তোমাদের	ব্যাকরণ	ভাষা অধ্যয়ন	২৭
৯.	মধুচোর	পদ্য	সংকলিত	২৮
১০.	শ্রীনাথ বহুরূপী	গদ্য	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩০
১১.	চিত্রকথা	চিত্র অধ্যয়ন	সংকলিত	৩৪
১২.	বিশ্বপ্রেম	পদ্য	নবীনচন্দ্র সেন	৩৫
১৩.	(অ) সংগণক ১	কর্মে দক্ষ	প্রয়োগিক	৩৯
	(ব) সংগণক ২	কর্মে দক্ষ	প্রয়োগিক	৪০
●	পুনরাবৃত্তি - ১	স্বয়ং অধ্যয়ন	উপক্রম-প্রকল্প	৪১

দ্বিতীয় বিভাগ

ক্র.	পাঠের নাম	গদ্য /পদে	লেখক/কবি	পৃষ্ঠা ক্র.
●	প্রকৃতির খেলা	ভাষিক খেলা	স্বয়ং অধ্যয়ন	৪২
১.	অধম ও উত্তম	পদ্য	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৩
২.	বিরসা মুণ্ডার উলগুলান	গদ্য	মহাশ্বেতা দেবী	৪৬
৩.	কেদারনাথের পথে	গদ্য	প্রবোধকুমার সান্যাল	৫৩
৪.	দেশ জননী	পদ্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
৫.	এসো কাগজ দিয়ে ভগ্নাংশ বুঝি	কৃতি	কৃতি-কার্য	৬১
৬.	মোবাইল ফোন	গদ্য	সংকলিত	৬২
৭.	(অ) বিশেষতা আমাদের	ব্যাকরণ	ভাষা অধ্যয়ন	৬৬
	(ব) কাজ আমাদের	ব্যাকরণ	ভাষা অধ্যয়ন	৬৭
৮.	এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে	পদ্য	লালন শাহ (ফকির)	৬৮
৯.	(অ) শব্দমালা	ভাষিক খেলা	স্বয়ং অধ্যয়ন	১২
	(ব) বুদ্ধি প্রয়োগ করো	ভাষিক খেলা	স্বয়ং অধ্যয়ন	৭৩
১০.	আর্য-অনার্য বিচার	গদ্য	সত্যদাস মঙ্গল	৭৪
১১.	ধিতাং-ধিতাং বোলে	পদ্য	সলিল চৌধুরী	৭৮
১২	অলিম্পিকের কথা	গদ্য	শ্যামাপদ দত্ত	৮১
১৩.	(অ) কাশ্মীরা	স্বয়ং অধ্যয়ন	কৃতি-কার্য	৮৫
	(ব) প্রাকৃতিক দৃশ্য ১	স্বয়ং অধ্যয়ন	কৃতি-কার্য	৮৬
	(ক) প্রাকৃতিক দৃশ্য ২	স্বয়ং অধ্যয়ন	কৃতি-কার্য	৮৭
●	পুনরাবৃত্তি - ২	স্বয়ং অধ্যয়ন	উপক্রম-প্রকল্প	৮৮

● দেখো - চেনো ও আলোচনা করো :

প্রথম বিভাগ

জন্মদিন

❑ **অধ্যাপন সংকেত :** ছবিগুলি নিরীক্ষণ করতে বলবেন। বস্তুর নাম ও ব্যক্তিদের কার্যকলাপের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। ছবিতে যে লোকগুলি আছে ছাত্রদের সাহায্যে তাদের নামকরণ করবেন। 'জন্মদিন উপলক্ষে' চার / পাঁচ বাক্য বলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করবেন।

১. চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম

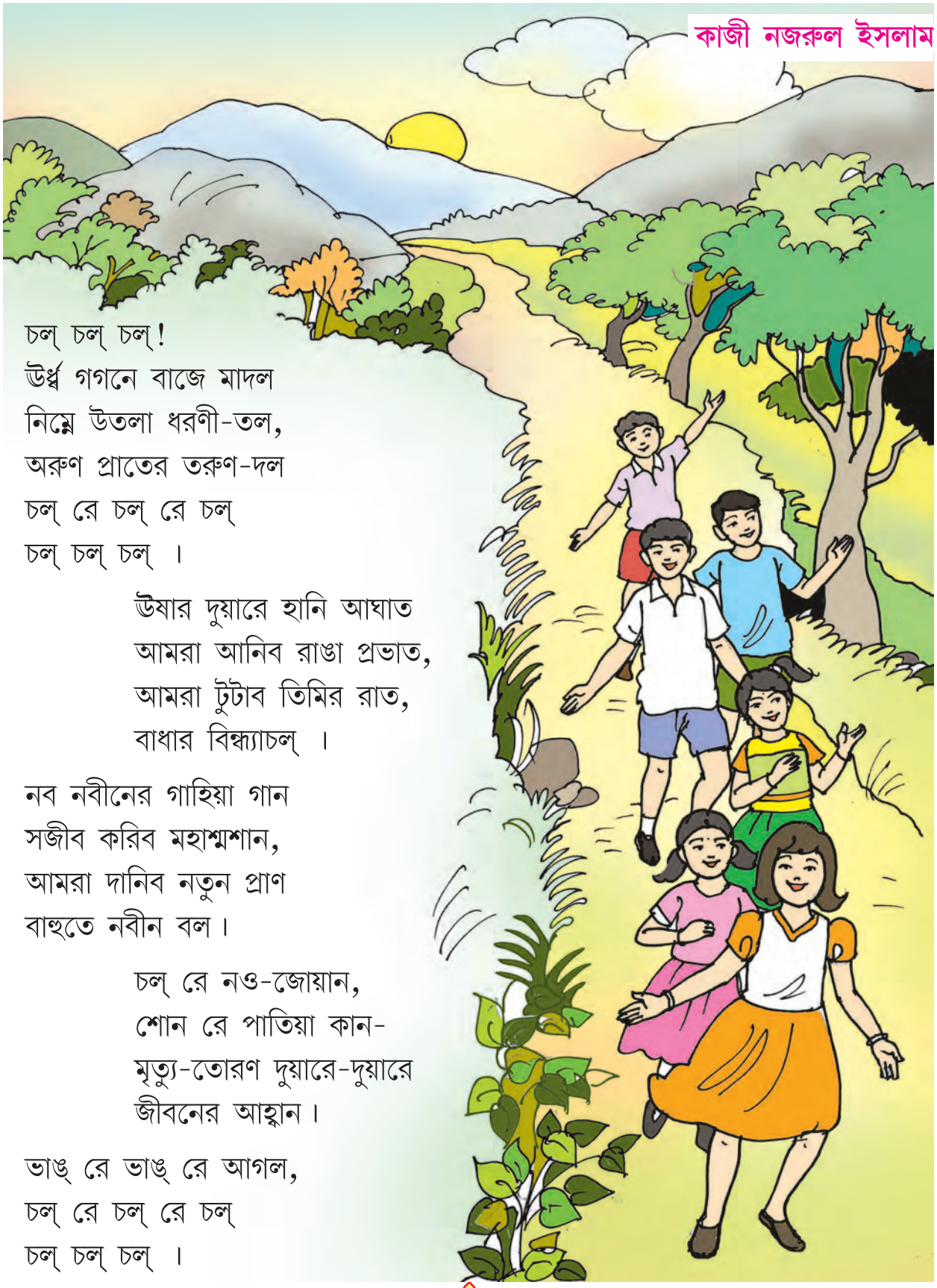

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ।

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল্ ।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

চল্ রে নও-জোয়ান,
শোন রে পাতিয়া কান-
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

ভাঙ্ রে ভাঙ্ রে আগল,
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ।

অর্থ জেনে নাও

ঊর্ধ্ব - উপর	**মাদল** - মৃদঙ্গ, ঢোল	**উতলা** - ব্যস্ত, অস্থির
ধরণী - পৃথিবী	**অরুণ** - নবোদিত সূর্য	**তরুণ** - যুবক
আঘাত - প্রহার	**রাঙা** - লাল	**বাহু** - ভুজ

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

	আমরা যা যা টুটাব	

২) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

..... দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব .....

..... তিমির রাত,

বাধার .....।

৩) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

৪) এলো-মেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে সঠিক শব্দ লেখো।

১) লা ত উ -..... ২) তে র প্রা -.....

৩) ল ন্ধ্যা চ বি -..... ৪) বী ন র নে -.....

৫) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) ঊর্ধ্ব গগনে কী বাজে ?

খ) কবি কার দুয়ারে আঘাত হানার কথা বলেছেন ?

গ) মহাশ্মশান সজীব কী করে হবে ?

ঘ) জীবনের আহ্বান কোথায় ?

৬) নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

১) মৃদঙ্গ -..... ২) পৃথিবী -.....

৩) সূর্য -..... ৪) প্রহার -.....

৭) বাক্য রচনা করো ।

১) আমরা .....

২) সজীব .....

৩) গগন .....

৪) জোয়ান .....

৮) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

"নব নবীনের জয়গান গাওয়া উচিৎ।"- এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

২. উকিলের বুদ্ধি

সুকুমার রায়

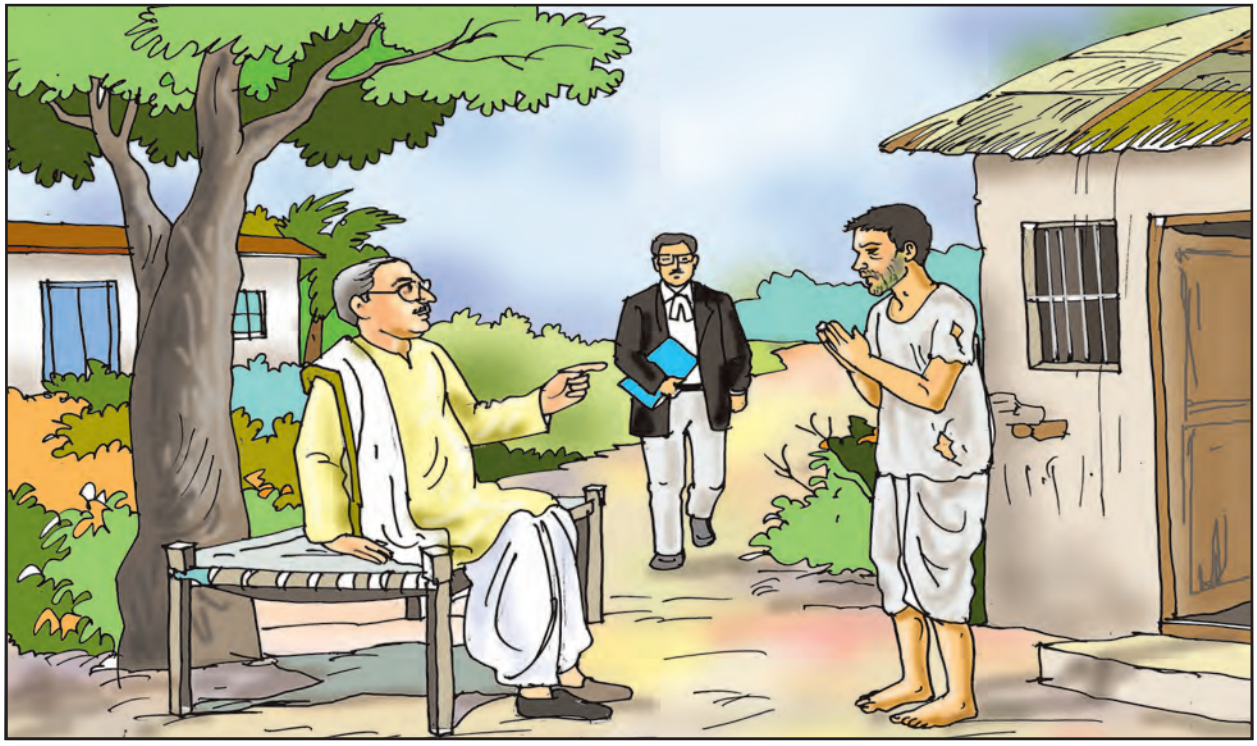

গরীব চাষা, তার নামে মহাজন নালিশ করেছে। চাষা কবে তার কাছ থেকে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল, সুদে আসলে তাই এখন পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষা অনেক কষ্টে একশো টাকা জোগাড় করেছে কিন্তু মহাজন বলেছে, ‘‘পাঁচশো টাকার এক পয়সাও কম নয়, দিতে না পার তো জেলে যাও।’’ সুতরাং চাষার আর রক্ষে নেই।

এমন সময় শ্যামলা মাথায় চশমা চোখে তুখোড় বুদ্ধি এক উকিল এসে বললে, ‘‘ঐ, একশো টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় বলে দিতে পারি।’’ চাষা তার হাতে ধরল পায়ে ধরল, ‘‘আমায় বাঁচিয়ে দিন।’’ উকিল বললে ‘‘তবে শোন, আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে তখন বাপু কথা-টথা কয়ো না, যে যা খুশি বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি তার জবাবটি দেবে না — খালি পাঁঠার মতো ‘ব্যা’ করবে। তা যদি করতে পার তা হলে আমি তোমায় খালাস করিয়ে দেব।’’ চাষা বললে, ‘‘আপনি কর্তা যা বলেন, তাতেই আমি রাজী।’’

আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘তুমি সাত বছর আগে পঁচিশ টাকা কর্জ নিয়েছিলে?’’ চাষা তার মুখের দিকে চেয়ে

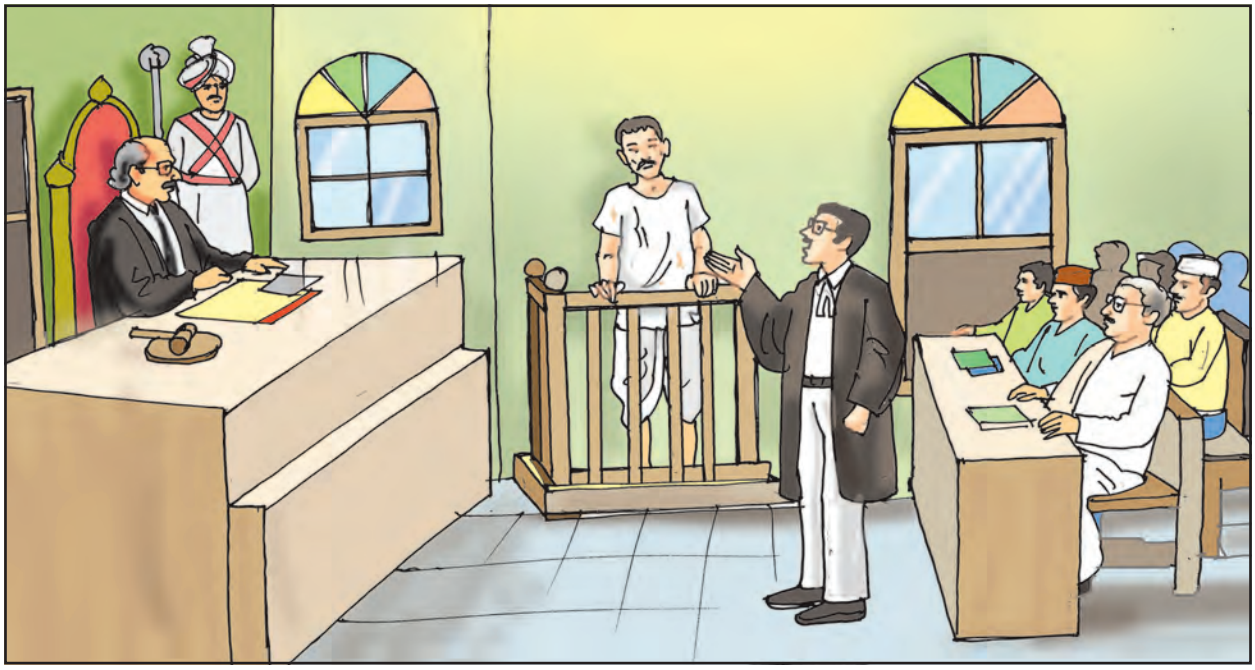

বললে,'ব্যা'—উকিল বললেন, ''খবরদার! – বল নিয়েছিলে কি না?'' চাষা বললে 'ব্যা' —। উকিল বললে ''হুজুর আসামীর বেয়াদবী দেখুন, হাকিম রেগে বললেন, ''ফের যদি অমনি করিস, তোকে আমি ফটক দেব।'' চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, ''ব্যা-ব্যা''। হাকিম বললে লোকটা পাগল নাকি?

তখন চাষার উকিল উঠে বললে, ''হুজুর ওকি আজকের পাগল, জন্ম অবধি পাগল। ওর কি কোন বুদ্ধি আছে না কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবার কর্জ নেবে কি! ও কি কোন খত্ লিখতে পারে নাকি, আর পাগলে খত্ লিখলেই বা কি? দেখুন দেখি এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো? ইচ্ছে করে জেনেশুনে পাগলটাকে ঠকিয়ে নেবার মতলব করছে। আরে, ওর কি মাথার ঠিক আছে? এরা বলেছে, এইখানে একটা আঙুলের টিপ্ দে। পাগল কি জানে, সে অমনি টিপ্ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার।

দুই উকিলের ঝগড়া বেঁধে গেল। হাকিম খানিক শুনেটুনে বললেন, ''মকদ্দমা ডিসমিস।'' মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে এসে চাষাকে বললে, '' আচ্ছা না হয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম - ঐ একশো টাকাই দে।'' চাষা বললে 'ব্যা' মহাজন যতই বলে যতই বোঝায়, চাষা তার পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগে মেগে বলে গেল, ''দেখে নেব, আমার টাকা তুই কেমন করে হজম করিস।''

চাষা তার পোঁটলা নিয়ে গ্রামে ফিরে চলেছে, এমন সময় তার উকিল এসে ধরল

'যাচ্ছ কোথায় বাপু, আমার পাওনা আগে চুকিয়ে যাও। একশো টাকায় যে রফা হয়েছিল এখন মোকদ্দমা তো জিতিয়ে দিলাম।'' চাষা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ব্যা।' উকিল বললে, 'বাপু হে, ওসব চালাকি খাটবে না- টাকাটি এখন বের কর।'' চাষা বোকার মত মুখ করে আবার বললে ''ব্যা—''। উকিল তাকে নরম গরম অনেক কথাই শোনালে কিন্তু চাষার মুখে কেবলই ঐ এক জবাব, তখন উকিল বললে হতভাগা, গোমুখ্য, পাঁড়াগেয়ে ভূত—তোর পেটে এত শয়তানি কে জানে। আগে যদি জানতাম তাহলে পোঁটলা সুদ্ধু টাকাগুলো আটকে রাখতাম।'' বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হলো না।

অর্থ জেনে নাও

মহাজন - আড়তদার, যে সুদে টাকা ধার দেয়।
জোগাড় - সংগ্রহ
হাকিম - বিচারক
হুজুর - মনিব
কর্জ - ঋণ, দেনা
মকদ্দমা - মামলা
ফন্দি - কৌশল
খালাস - মুক্তি
নালিশ - অভিযোগ
খত - হস্তলিপি, স্বীকারপত্র
তুখোড় - সুচতুর

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

উকিল যা যা পরেছিল

২) ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো।

ক) উকিল বললে তবে শোন, আমার ফন্দি বলি ।
খ) দুই উকিলের ঝগড়া বেঁধে গেল।
গ) বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হলো না।
ঘ) গরীব চাষা তার নামে মহাজন নালিশ করেছে।

৩) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

ক) চাষা উকিলের হাতে পায়ে ধরে বলল,.....
খ) মহাজন রেগে মেগে বলে গেল .....
গ) চাষা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে.....

৪) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) চাষা মহাজনের কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিল?

খ) হাকিম রেগে কী বললেন ?

গ) দুই উকিলের ঝগড়া শুনে হাকিম কী করলেন ?

ঘ) চাষার মুখে ঐ একই জবাব শুনে উকিল কী বললেন ?

৫) দুই-তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) উকিলের কোন কথায় চাষা রাজী হলো ?

খ) মহাজনের চক্ষুস্থির হলো কেন ?

গ) বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হলো না কেন ?

৬) 'অ' স্তম্ভের সঙ্গে 'আ' স্তম্ভ জোড়া মিলিয়ে লেখো।

'অ' স্তম্ভ	'আ' স্তম্ভ
ক) শ্যামলা	১) উকিল
খ) বুদ্ধিমান	২) মাথা
গ) আমার	৩) আদালত
ঘ) হাকিম	৪) পাওনা

৭) কে, কাকে বলেছে তা লেখো।

ক) "ঐ একশো টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় বলে দিতে পারি ।"

খ) "আপনি কর্তা যা বলেন, তাতেই আমি রাজী।"

গ) "হুজুর ও কি আজকের পাগল, জন্ম অবধি পাগল।"

ঘ) "মোকদ্দমা ডিসমিস।"

৮) বাক্য রচনা করো।

ক) চশমা - খ) ধমক -

গ) চালাকি - ঘ) দক্ষিণা -

৯) বিপরীত শব্দ লেখো ।

ক) ধনী X..... খ) বন্দি X.....

গ) দেনা X..... ঘ) চালাক X.....

১০) নীচের শব্দগুলির দুটি করে অর্থ লেখো।

ক) জোগাড় - ১) ..... ২) .....

খ) কর্জ - ১)..... ২) .....

১১) অভিমতমূলক প্রশ্ন :

"কাউকে মন্দ বুদ্ধি দেওয়া উচিৎ নয়"- এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

৩. কুয়োর ব্যাঙ

স্বামী বিবেকানন্দ

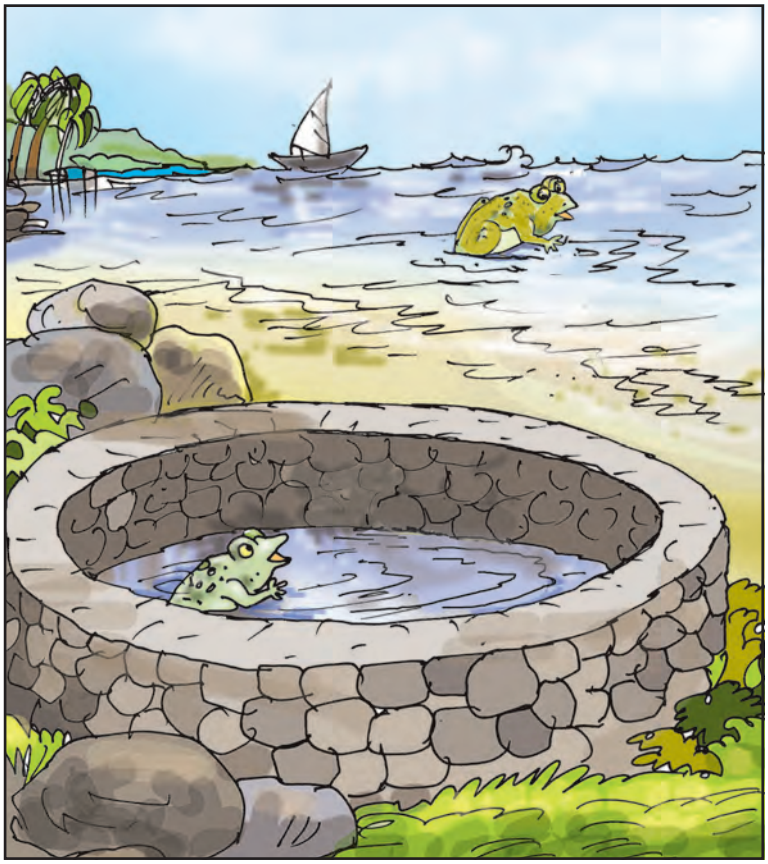

সমুদ্র থেকে কিছু দূরে একটি কুয়োতে এক মোটা কালো ব্যাঙ বাস করত। এই কুয়োতেই তার জন্ম হয়েছিল এবং এখানেই সে বড় হয়েছিল । জীবনে কোনদিন সে কুয়োর বাইরে যায়নি। কুয়োর বাইরে পৃথিবী সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবত। যে সব পোকা-মাকড় কুয়োতে এসে পড়ত তাদের ধরে খেয়ে খেয়ে সে বেশ মোটা হয়েছিল।

একদিন দুপুরে কুয়োর ব্যাঙ একটু ঝিমুচ্ছে, হঠাৎ ঝপাৎ করে সমুদ্রের একটি ব্যাঙ এসে কুয়োতে পড়ল। কালো ব্যাঙ ধড়মড় করে জেগে উঠল। ভাবল বুঝি কোন বড় পোকা এসেছে। তাকে ধরে খাবার জন্য সে তৈরী হল কিন্তু ভাল করে শিকারটাকে দেখে সে খুব অবাক হয়ে গেল।

হা ঈশ্বর ! কালো ব্যাঙ মনে মনে বলল, এতো একটা ব্যাঙ-ই মনে হচ্ছে কিন্তু রংটাতো আমার মত কালো নয় ! কুয়োর ব্যাঙ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সে তা বাইরে প্রকাশ করল না। গম্ভীর ভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, ওহে, তোমার পরিচয় কী ?

— আমি একজন বিদেশী-সমুদ্রের ব্যাঙ উত্তর দিল।

তুমি যে বিদেশী তা আমি জানি। কিন্তু তোমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী তাই জানতে চাইছি।

— দেখুন, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঠিক

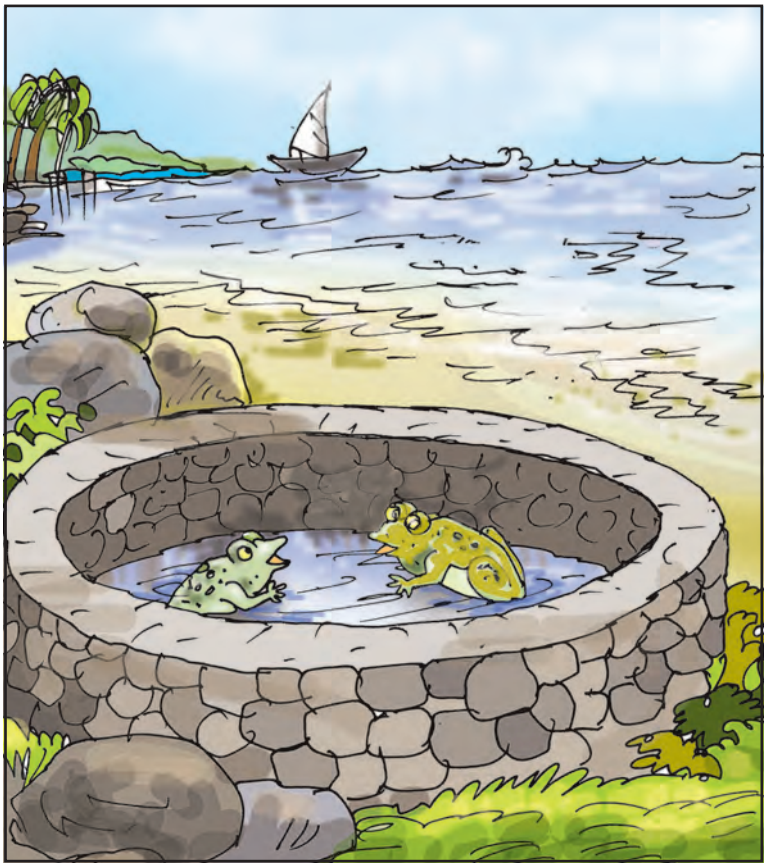

আসিনি। হঠাৎই এসে পড়েছি। তবে এখন আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগছে।

উত্তর শুনে কালো ব্যাঙ মনে মনে খুশী হল। এই বিদেশী ব্যাঙটার সম্বন্ধে সে আরো জানতে চাইল।

— তা, কোথা থেকে আসছ?

— আজ্ঞে, সমুদ্র থেকে।

সমুদ্র? সেটা আবার কি? কত বড় সেটা? এই এতটা বড় হবে কি? প্রশ্নের সাথে সাথে কুয়োর বিশালতা বোঝাবার জন্য কালো ব্যাঙ টুক্ করে একটা লাফ দিল।

কুয়োর ব্যাঙের বোকামি দেখে হাসতে হাসতে সমুদ্রের ব্যাঙ বলল, মশাই, আপনি সমুদ্রের সাথে এই কুয়োর তুলনা করছেন।

তখন কালো ব্যাঙ আর একটু জোরে লাফ দিয়ে বলল, তা, তোমার সমুদ্র কি আমার এ কুয়োটার মতই বড়?

এবার আর সমুদ্রের ব্যাঙ রাগ সামলাতে পারল না, আচ্ছা মূর্খতো আপনি! সমুদ্রের সাথে কুয়োর তুলনা হয়? সমুদ্র আপনার এই কুয়োর থেকে কোটি কোটি গুণ বড়, বুঝলেন?

কখনও নয়, চোখ লাল করে কুয়োর ব্যাঙ উত্তর দিল। আমার এই কুয়োর থেকে বড় জিনিস আর কিছু নেই। তুমি একটি মিথ্যুক। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

তার কারণ আপনি কখনও সমুদ্র দেখেননি, সমুদ্রের ব্যাঙ বলল। বেশ, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে সমুদ্র দেখাব—তখন বুঝবেন আমার কথা সত্যি কি না।

ইস্ সমুদ্র দেখাবে! আমি যাবই না।

তুমি নিশ্চয়ই একটি জোচ্চোর । নয়তো তুমি আমার কথা মেনে নিতে । এখন দূর হও আমার এখান থেকে।

সমুদ্রের ব্যাঙ দেখল এ মূর্খ সঙ্কীর্ণ মনের জীবটির সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তাই সে ধীরে ধীরে কুয়ো ছেড়ে চলে গেল।

তখন কালো মোটা ব্যাঙটি খুব খুশী। হা! হা! ও ভেবেছিল আমাকে বোকা বানাবে, হা! হা! আমার এই বিরাট কুয়োর কাছে সমুদ্র যে অতি তুচ্ছ তা কি আর আমি জানিনা?

মহানন্দে মূর্খ ব্যাঙ কুয়োর ভেতর লাফাতে লাগল।

শিক্ষা : সঙ্কীর্ণ মন যার, অনুদার যে জন,
নিজের বুদ্ধিকে বড় ভাবে সর্বক্ষণ।
অন্যের মতের প্রতি সম্মান
না দেয়,
'কুয়োর ব্যাঙ' নামে সে অপযশ
পায়।

অর্থ জেনে নাও

অনভিজ্ঞ - অজ্ঞান। **সম্পূর্ণ** - সমস্ত। **উদ্দেশ্য** - অভিপ্রেত।
গম্ভীর - ধীর। **সম্বন্ধ** - সম্পর্ক। **মূর্খ** - বোকা।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

	গদ্যাংশে উল্লেখিত ব্যাঙ দুটি যেখানের	

২) কে কাকে বলেছে।

ক) "ওহে তোমার পরিচয় কী?"
খ) "আজ্ঞে, সমুদ্র থেকে।"
গ) "মশাই আপনি সমুদ্রের সাথে এই কুয়োর তুলনা করছেন?"

৩) **শূন্যস্থান পূর্ণ করো।**

ক) প্রশ্নের সাথে সাথে কুয়োর বিশালতা.....
জন্য কালো ব্যাঙ টুক্ করে একটা লাফ দিল।

খ) কিন্তু সে নিজেকে খুব ..... ভাবত।

৪) **পাঠ অনুযায়ী ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো।**

ক) বিদেশী সমুদ্রের ব্যাঙ কুয়ো ছেড়ে চলে গেল।

খ) একটি কুয়োয় এক মোটা কালো ব্যাঙ বাস করত।

গ) কুয়োর ব্যাঙ মহানন্দে লাফাতে লাগলো।

ঘ) কুয়োয় সমুদ্রের ব্যাঙ এল।

৫) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) কালো ব্যাঙ কোথায় বাস করত?

খ) কুয়োর বিশালতা বোঝাবার জন্য কুয়োর ব্যাঙ কী করল?

গ) কুয়োর ব্যাঙের রং কেমন ছিল?

ঘ) এই গল্পে বিদেশী কে?

৬) **দুই- তিন বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) কুয়োর ব্যাঙ কখন খুব খুশী হয়েছিল?

খ) সমুদ্রের ব্যাঙ রাগ সামলাতে না পেরে কী বলেছিল?

গ) কুয়োর ব্যাঙ সমুদ্রের ব্যাঙকে জোচ্চোর কেন বলেছিল?

ঘ) এই পাঠ থেকে তোমরা কী শিক্ষা পেয়েছ?

৭) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) দেশী x..... খ) গমন x.....

গ) মূর্খ x..... ঘ) অভিজ্ঞ x.....

ঙ) যশ x.....

৮) **অভিমতমূলক প্রশ্ন -**

"কাউকে অবহেলা করা উচিৎ নয়।"- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৪. রাখাল ছেলে

জসীমউদ্দীন

'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?'

'ওই যে দূরে মাঠের পারে সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট্টকুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশে ছড়িয়ে পড়া, আবির রঙে নাওয়া,
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা
সেথায় যাব ও ভাই এবার আমায় ছাড়ো না।'

'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও ?
পূব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।'
'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত- হাওয়া ভাই,
সরষে ফুলের পাপড়ি নেড়ে ডাকছে মোরে তাই।

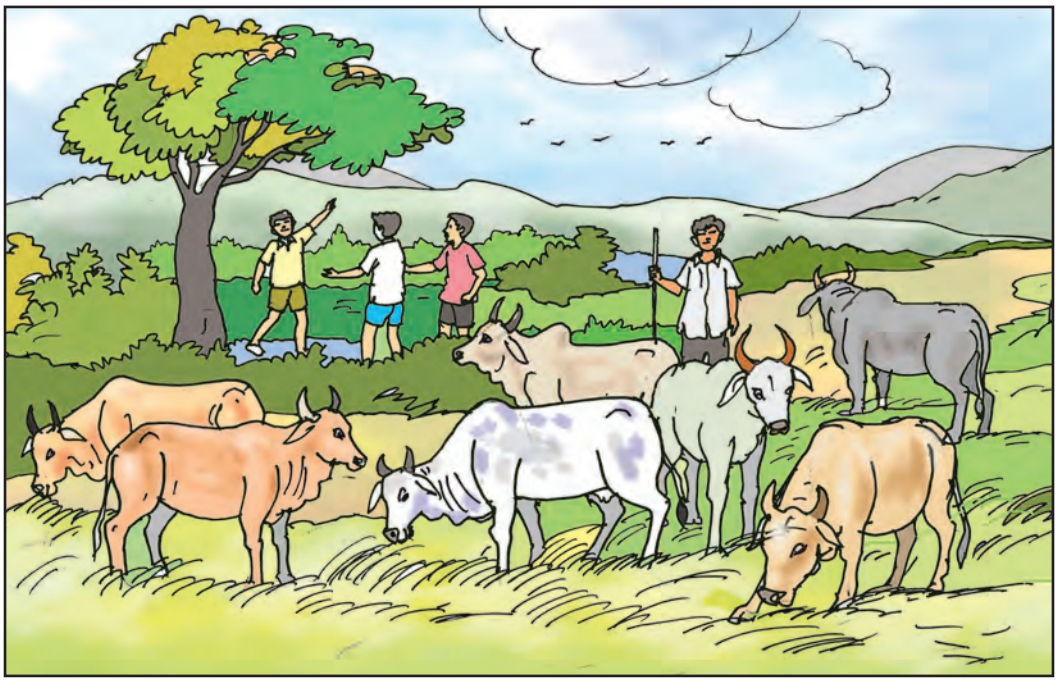

‘চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা,
বলছে যেন— গাঁয়ের রাখাল, একটু খেলে যা।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল চষা।
সারাটা দিন খেলতে পারি, জানি নে কো বসা।
সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে, ভাই,
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই। ’

অর্থ জেনে নাও

বারেক - একবার
ধাও - দৌড়ে যাও
মিঠেল - মিষ্টি
সাঁঝ আকাশে - সন্ধ্যাবেলার আকাশে।
স্বপন - স্বপ্ন
জানি নে কো - জানি না।
মোর - আমার
চামর - চমরী গোরুর লেজ হতে নির্মিত ব্যজন বা পাখা
গাঁ - গ্রাম

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

রাখাল ছেলের যা-যা খেলা

২) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

ক) ‘ওই যে দূরে মাঠের পারে ..... ।’
খ) ..... শিশির ধোয়ায় পা,
গ) ‘রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে ..... ?
ঘ) ‘..... সবে রঙিন মেঘের নাও।’

৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) রাখাল ছেলে সারাদিন কী করে ?
খ) চলার পথে পায় কী জড়িয়ে যায় ?
গ) প্রভাত হাওয়া রাখাল ছেলেকে কীভাবে ডাকছে ?
ঘ) রাখাল ছেলে কখন কথা বলবে বলেছে?
ঙ) কুটির কী দিয়ে ছাওয়া ?

৪) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) গাঁ - ..... খ) চাও - .....

গ) ছাওয়া- ..... ঘ) মা - .....

ঙ) ধাও - ..... চ) ঘাসে - .....

ছ) ভাই - ..... জ) চষা - .....

৫) কবিতানুসারে 'অ' স্তম্ভের সঙ্গে 'আ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো।

'অ' স্তম্ভ	'আ' স্তম্ভ
ক) সবুজ ঘেরা	১) চামর দোলায়
খ) কলার পাতা	২) পা ধোয়ায়
গ) ছোট্ট কুটির	৩) গাঁ
ঘ) শিশির	৪) সোনার পাতা

৬) বাক্য রচনা করো।

ক) রঙিন - .....

খ) প্রভাত - .....

গ) শিশির - .....

ঘ) লাঙল - .....

৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

ক) সন্ধ্যা - ..... খ) গ্রাম - .....

গ) পুষ্পদল - ..... ঘ) কুঁড়েঘর - .....

৮) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত অর্থ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

ক) পশ্চিম x..... খ) ছায়া x.....

গ) পাতাল x..... ঘ) রঙহীন x.....

৯) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

"পল্লী গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকলকে আকর্ষণ করে"— এ বিষয়ে তুমি যা বোঝো তা লেখো।

৫. পুষ্পগুচ্ছ তৈরি করার বিধি

সামগ্রী : বিভিন্ন প্রকারের ফুল, কলাফুলের পাতা, আম পাতা, দেবদারু গাছের পাতা, সুতো।

১.প্রথমে বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও একটি কলাফুলের বড়ো পাতা নিলাম। পাতাটি কাপড় দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিলাম।

২.পরিষ্কার করা বড়ো পাতার মাঝে বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও ছোট–বড়ো পাতা রাখলাম।

৩.বড়ো পাতা এবং পাতার উপর রাখা বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও পাতাগুলি একসাথে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলাম।

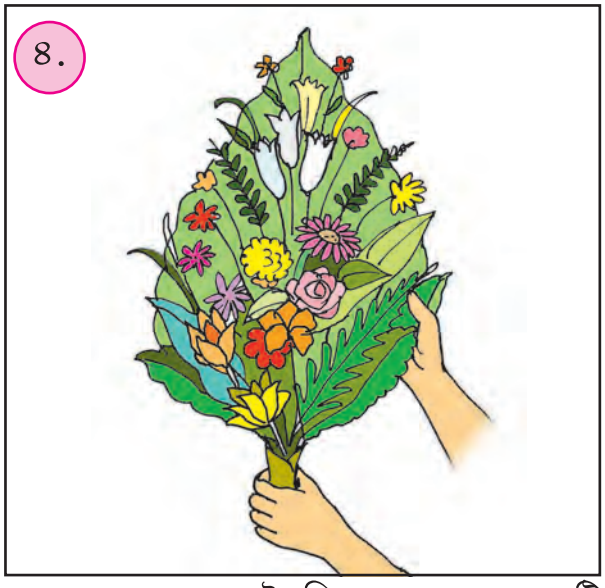

৪. দেখো, এবার তৈরি হলো সুন্দর একটি পুষ্পগুচ্ছ।

৬. পত্র লেখন

● **উদাহরণ - ১ :- তোমার বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত শিক্ষক দিবসের বর্ণনা জানিয়ে বন্ধু/ বান্ধবীকে একটি পত্র :**

মনিষ / মনীষা
খুদিরামপল্লী,
তালুকা- মুলচেরা,
জেলা - গড়চিরোলী
৬ ই সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রিয় মহাদেব / মহাদেবী,

সর্বপ্রথম তুমি আমার আন্তরিক ভালোবাসা গ্রহণ করবে। আশাকরি ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছো এবং ভালো থাকাটাই আমার কামনা। অনেকদিন পর তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। ৫ই সেপ্টেম্বর, ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি তথা দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডা.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মজয়ন্তী দিবস। বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যই এই দিনটি 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে পালিত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা সকলে মিলে দিনটি উদ্‌যাপন করেছি। আর সেই সম্বন্ধ্যে তোমাকে জানাবার জন্য মনটাও ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছে। তাই সব কথা খুলে বলার জন্য তোমার কাছে পত্র লিখছি।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আদর্শ সামনে রেখে শিক্ষক দিবস পালন শুধু শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মাত্র নয়, আসলে এ দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার গুরুত্বের দিকটিকেও আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করা হয়। আমরাও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। এদিন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়ানো থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমরাই ছাত্র শিক্ষকের/ শিক্ষিকার ভূমিকা পালন করেছি। আমি প্রধান শিক্ষকের/ শিক্ষিকার ভূমিকায় ছিলাম। আমরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণীকক্ষগুলিকে ফুল, পাতা ও রঙ্গিন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে ছিলাম। প্রথমেই রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। নাচ গান কবিতা আবৃত্তি ও এই দিবসের

তাৎপর্যের উপর বক্তৃতার আয়োজন ছিল। আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই বিশেষ দিনটির উপর সবিস্তার আলোচনা করেন। সর্বোপরি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্য সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের জন্য যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক ক্ষুদ্র উপহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই মহান দিনে আমরা শপথ গ্রহণ করেছি, ''শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কেবল পার্থিব বস্তু দিয়ে নয়, জীবনে বড় কিছু হয়েই প্রকৃত গুরুদক্ষিণা আমরা দেবো।'' অনুষ্ঠানের শেষে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রণাম জানিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হয়েছি। সব শেষে সুস্বাদু ভোজনের ব্যবস্থাও ছিল। এককথায় বলা যায় অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সবাই ভালো আছি। সাক্ষাতে বিস্তারিত কথা হবে। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রইলাম। গুরুজনদের প্রতি প্রণাম ও ছোটদের প্রতি স্নেহাশীষ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি

প্রীতিমুগ্ধ বন্ধু / বান্ধবী

মনিষ / মনীষা

-: শিরোনাম :-

ডাক টিকিট

প্রেরক

মনিষ / মনীষা .....

গ্রাম- খুদিরামপল্লী,

তালুকা - মুলচেরা,

জেলা - গড়চিরোলী

প্রাপক

মহাদেব / মহাদেবী .....

শান্তিনিকেতন / দেবভিলা,

শ্যামনগর, বাঙালি ক্যাম্প,

চন্দ্রপুর, মহারাষ্ট্র

পিন ৪৪২৪০১

৭. দুষ্টের শাস্তি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(নাটিকা)

(বনপথ। একটি বাঘ খাঁচায় আটকে পড়েছে। একজন লোক সে পথ দিয়ে আসছে।)

বাঘ — ও ভাই, একটু শুনবে! একটু এদিকে আসবে ভাই!

লোক — এই বনে বাদাড়ে ভাই ডাকে কে ? গলাটা তো মানুষের মতো নয়।

বাঘ — এই যে আমি! আমি ডাকছি তোমায়।

লোক — ও! এযে খাঁচায় পড়েছে। তাহলে যাই একবার (খাঁচার কাছে গেল) বলো — কী বলছিলে ?

বাঘ — এই খাঁচার দরজাটা একটু খুলে দেবে ?

লোক — বটে ! আমি খাঁচা খুলে দিই, আর বাইরে এসে তুমি আমার ঘাড় মটকাবে, তাই না!

বাঘ — না না। তোমার কোনো ভয় নেই।

লোক — এ বলে কী! বাঘকে ভয় নেই।

বাঘ — বিশ্বাস করো ভাই। তিন দিন ধরে আমি বন্দি। খিদেয় মরে যাচ্ছি। একটু দয়া করো ভাই, আমায় বাঁচাও! খাঁচাটা একটু খুলে দাও!

লোক — খুলে দিলে তো বেরিয়ে এসে আমাকে খাবে।

বাঘ — ছি! ছি! ওকথা মুখেও এনো না, মানুষ খাওয়া কবে ছেড়ে দিয়েছি আমি।

তাছাড়া উপকারীর অপকার করব? এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই।

লোক — এত করে বলছ যখন, ঠিক আছে, খাঁচার দরজা খুলে দিচ্ছি। (লোকটি খাঁচার দরজা খুলে দেয়। বাঘ বেরিয়ে আসে) যাও, এদিক সেদিক খাবারের খোঁজ করো। আমিও বাড়ি যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল।

বাঘ — (পথ আটকে রাখে) বাড়ি যাবি কীরে ব্যাটা, তুই যাবি আমার পেটে।

লোক — অ্যাঁ! তখন যে বললে, তুমি মানুষ মারা ছেড়ে দিয়েছ, আমায় খাবে না!

বাঘ — সে তো ছাড়া পাবার জন্য বলেছিলাম। বাঘ কি মানুষ পেলে ছাড়ে!

লোক — ওরে বাবা! এখন কী হবে। আচ্ছা বাঘ, তোমার কাজটা কি ভালো হচ্ছে? দশজনকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

বাঘ — দশজন এখানে কোথায় পাব? আচ্ছা, ওই একটা ছাগল আসছে, ওকে বলি। (ছাগলের প্রবেশ) ছাগল-ভায়া এই লোকটি আমাকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন আমি একে খেতে চাই। কাজটা কি অন্যায় হবে? বলছে আমি নাকি অকৃতজ্ঞ!

ছাগল — অকৃতজ্ঞ ! মানুষের মতো অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর আর আছে? ওরা তো আমাদের বিনা দোষে কেটে খায় । তুমিও খাও ওকে। (ছাগল চলে যায়)

বাঘ — দেখলে তো!

লোক — দূর! ওতো একটা ছাগল। ওর কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? তুমি বরং ওকে জিজ্ঞাসা করো।

বাঘ — কাকে? ওই গাধাকে? ঠিক আছে । ওহে ভাই গাধা, একটু শোনো তো।

লোক — আচ্ছা গাধা, এই বাঘটার কী অন্যায় বলো তো।

গাধা — কেন? কী করেছে ও?

লোক — ও খাঁচার মধ্যে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছিল। আমি ওকে দয়া করে ছেড়ে দিলাম আর ও এখন আমাকে খেতে চায়! এটা অন্যায় নয়!

গাধা — ন্যায়-অন্যায় তোমরা বোঝ নাকি? আমি একটা নিরীহ প্রাণী, আমার পিঠে চাপিয়ে দাও ভারী ভারী বোঝা। বইতে না পারলে মারধর কর। ক্লাসে পড়া না পারলে তাকে বল --- গাধা। আমাদের নিয়ে সব সময় ঠাট্টা-বিদ্রুপ ! তোমাদের অন্যায়ের কি আর শেষ আছে? তোমাকে খেয়ে ফেললে বাঘের কোনো অন্যায় হবে না।

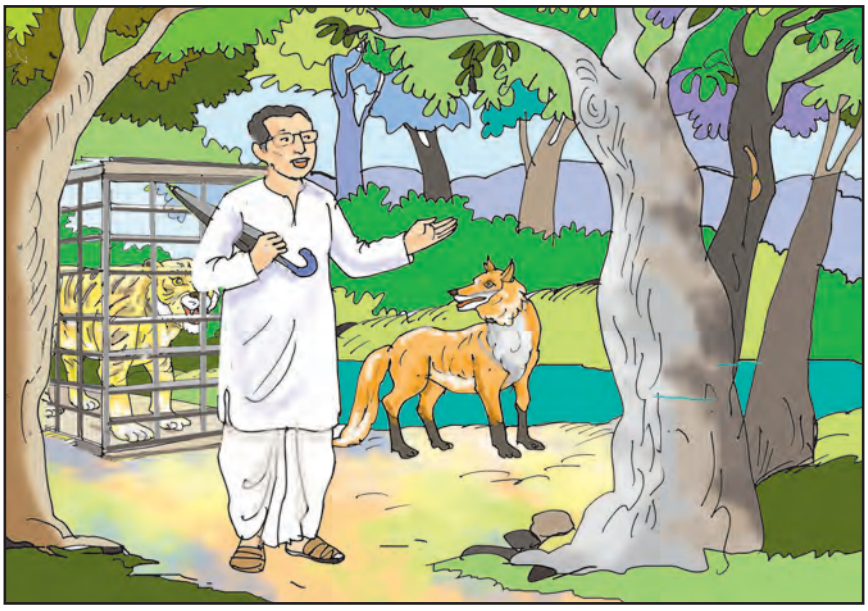

বাঘ — তাহলে ? এখন কী হবে ?

লোক — আচ্ছা ভাই, তুমি আর কাউকে একটু —

বাঘ — আর কাকে পাব এখানে? ঠিক আছে, এই গাছটাকেই বলছি। ও ভাই গাছ। তুমি তো সব শুনলে, দেখলে। এখন বলতো লোকটাকে খেলে আমার কি কোনো অপরাধ হবে?

গাছ — না ! তাতে কিছু মাত্র দোষ হবে না তোমার।

লোক — এ কী বলছ গাছ? বাঘের প্রাণ বাঁচালাম আমি আর এখন সে আমার প্রাণ নিতে চায়। উপকারের কি এই প্রতিদান ?

গাছ — আমরাও তোমাদের ফল দিই, ফুল দিই, ছায়া দিই। তোমাদের খাদ্য জোগাই। এত উপকার করি। আর তোমরা ? তোমরা আমাদের ডাল কাট, ছাল তোল। আমাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল। তোমাদের উপকারের প্রতিদান তো তোমরা এভাবেই দাও। বাঘ তুমি একে খেতে পার।

বাঘ — কী হে, গাছও তো ওই একই কথা বলল। আর কিছু বলবে?

লোক — বলার কীই বা আছে? আচ্ছা বাঘ, আর একটা কথা আমার শুনবে? শুধু একটা কথা।

বাঘ — বেশ, মরবার আগে শেষ একটা কথা বলতে চাও বলো।

লোক — আর একজনকে একবার জিজ্ঞেস করো। এই শেষবার। তারপর না হয় - (নেপথ্যে শেয়াল - মামা ! মামা আছ নাকি!)

বাঘ — ওই আমার ভাগনে আসছে। তাকে যদি শেষবারের মতো বলি।

লোক — একটা শেয়ালকে বলবে শেষে। বেশ, তাই বলো। (শেয়ালের প্রবেশ)

বাঘ — বলো, তোমার আর কী বলার আছে?

লোক — ও ছিল খাঁচায়। আমি ওকে বাঁচালাম আর ও এখন! হায়! হায়! কেন আমি খাঁচা খুলে দিলাম?

বাঘ — হ্যাঁ ভাগনে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার। সামনে খাদ্য ! আচ্ছা তুমিই বলো, ওকে আমি খাব না?

শেয়াল — তুমি, —লোক, —খাঁচা, —পথ, —এতো আমি কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না। কী বললে? তুমি লোক ছিলে আর এপথটা খাঁচার ভিতর ছিল?

বাঘ — আরে না না ! আমি খাঁচার ভিতর আর লোকটি ছিল পথে।

শেয়াল — দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি বলছ লোকটা ছিল খাঁচায় আর তুমি যাচ্ছিলে পথ দিয়ে।

বাঘ — আরে দূর! তুমি কী রকম শেয়াল পণ্ডিত হে? সামান্য কথাটা ধরতে পারছ না?

শেয়াল — আর বলতে হবে না, এবার বুঝেছি। পথটা খাঁচার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। আর তুমি ছিলে লোকটার মধ্যে।

বাঘ — ভাগনে, তোমার মতো এমন হাঁদা আর দেখিনি। এই দেখে নাও নিজে চোখে।

শেয়াল — সেই ভালো।

বাঘ — (খাঁচার ভিতরে ঢুকল)আমি ছিলাম খাঁচার ভিতরে।

শেয়াল — খাঁচা কি বন্ধ ছিল ?

বাঘ — হ্যাঁ, হ্যাঁ।

শেয়াল — খাঁচা বন্ধ করে দিই।

বাঘ — বেশ, তাই দাও। (শেয়াল খাঁচা আটকে দেয়।)

শেয়াল — এই লোকটি, তুমি কী করছিলে দেখাও।

বাঘ — ও চলে যাচ্ছিল (লোকটি চলতে থাকে)

শেয়াল — এবার সব বুঝতে পেরেছি মামা। আমি চলি, পেন্নাম (দর্শকদের দিকে ফিরে।) দুষ্ট লোকের উপকার করতে নেই।

অর্থ জেনে নাও

বাদাড় - জঙ্গল। **মটকানো** - ভাঙা। **বন্দি** - কারারুদ্ধ।
খোঁজ - তল্লাশ; সন্ধান। **নিষ্ঠুর** - নির্দয়। **বিদ্রুপ** - পরিহাস।
অকৃতজ্ঞ - যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না; কৃতঘ্ন **প্রতিদান** - বিনিময়।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

খ)

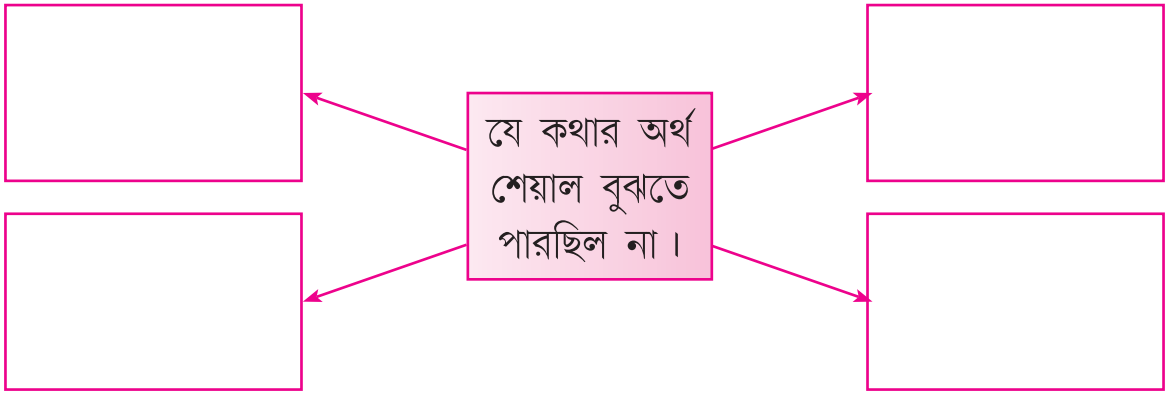

২) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) গলাটা তো ..... মতো নয়।
(শেয়ালের মানুষের, পাখির)

খ) .....যাবি কীরে ব্যাটা, তুই যাবি আমার পেটে।
(বাড়ি, খাঁচা, ঘর)

গ) আচ্ছা গাধা, এই ..... কী অন্যায় বলো তো।
(শেয়ালটার, লোকটার, বাঘটার)

ঘ) আমি ছিলাম ..... ভিতরে।
(খাঁচার, বনের, বাড়ির)

৩) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) বাঘ কোথায় বন্দি ছিল?

খ) বাঘের পেটে কে যাবে?

গ) বাঘ কাতরাচ্ছিল কেন?

ঘ) নিরীহ প্রাণী কাকে বলা হয়েছে?

ঙ) খাঁচা কে আটকে দেয়?

৪) **দু-চার কথায় উত্তর লেখো।**

ক) "খুলে দিলে তো বেরিয়ে এসে আমাকে খাবে।"—এই কথা শুনে বাঘ কী বলল ?

খ) গাধা ন্যায়-অন্যায়ের সম্বন্ধে কী বলেছিল?

গ) বাঘ গাছকে কী বলেছিল ?

ঘ) শেয়াল কোন-কোন কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারছিল না ?

৫) **কে কাকে বলেছে তা লেখো।**

ক) "ও ভাই, একটু শুনবে! একটু এদিকে আসবে ভাই!"

খ) "অ্যাঁ। তখন যে বললে, তুমি মানুষ মারা ছেড়ে দিয়েছ, আমায় খাবে না।"

গ) "না। তাতে কিছু মাত্র দোষ হবে না তোমার ।"

ঘ) "আরে না না। আমি খাঁচার ভিতর আর লোকটি ছিল পথে।"

ঙ) "এই লোকটি, তুমি কী করছিলে দেখাও।"

৬) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) অপকারী x..... খ) বেঠিক x.....

গ) জবাব x..... ঘ) হিংস্র x.....

ঙ) প্রথমবার x..... চ) ন্যায় x.....

ছ) যাচ্ছে x..... জ) বাহির x.....

৭) **অভিমতমূলক প্রশ্ন :-**

ক) "শক্তি থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।" — এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

খ) "আমাদের জীবনে গাছের মহত্ব অনেক।"—এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

● পড়ো ও বোঝো।

৮. (অ) নাম আমাদের

১. তীর চিহ্ন দিয়ে ছবি ও বিশেষ্যের জোড়া মেলাও।

যে শব্দ দ্বারা কোন কিছুর নাম বোঝা যায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।
যথা-রাম, নদী, এভারেস্ট ইত্যাদি

২. নীচে দেওয়া বাক্য থেকে বিশেষ্য পদ গোল করো।

১) আমি পাঠশালায় যাই।
২) ভারত আমার দেশ।
৩) সাগরের জল নোনা।
৪) মুম্বই মহারাষ্ট্রের রাজধানী।
৫) আখ থেকে গুড় হয়।
৬) এক গ্লাস জল দাও।
৭) হিমালয় বরফে ঢাকা।
৮) গোলা ভরা ধান রয়েছে।
৯) আকাশের রং নীল।
১০) তালা খুলতে চাবির প্রয়োজন।

৮. (ব) সম্বোধন তোমাদের

১. রেখা দ্বারা ছবি ও সর্বনামের জোড়া মেলাও।

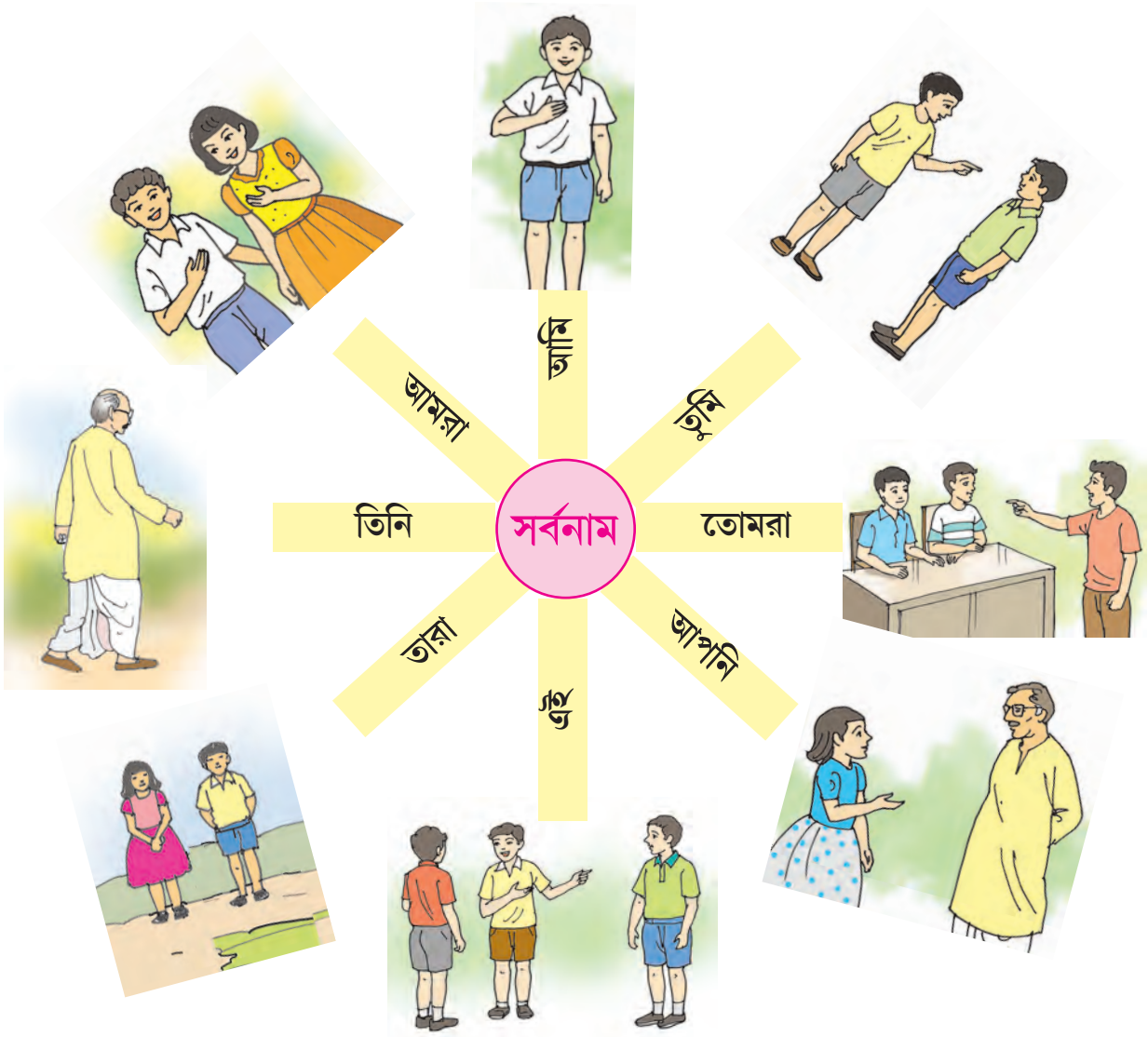

সর্বনাম : একই বিশেষ্য পদ বার বার উল্লেখ না করে তার বদলে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে।

২. নীচে দেওয়া বাক্যের মধ্যে উচিৎ সর্বনাম লিখে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) রাম বীনাকে বলল "..... এখন খেলতে যাচ্ছি।"
(আমরা, আমি)

খ) মা তার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল,"..... কবে ঘরে ফিরবে?"
(তুই, তুমি, আপনি)

গ) ছেলে তার বাবাকে বলল "..... কোনো চিন্তা করবেন না।"
(তুই, আপনি, তুমি)

৯. মধুচোর

সংকলিত

আমড়া গাছের ঝোপের ভিতর মৌমাছিদের বাসা
মাঝখানে তার প্রকাণ্ড এক চাক রয়েছে খাসা।
তাই না দেখে শেয়াল মশাই মধু খাওয়ার তরে
সেই পথেতে সকাল বিকাল আনাগোনা করে।

রাত্রি বেলায় মৌমাছি সব ঘুমিয়ে আছে জানা
একদিন তাই রাতে শেয়াল মৌচাকে দেয় হানা।
যেমনি পড়া মৌমাছি সব বেজায় রকম তেড়ে
উঠলো বলে, রাতদুপুরে ঘরের ভেতর কেরে?
চুরি করে মধু খাওয়ার ফলটা দেখাই তবে।
এইনা বলে চোর বেচারার পড়লো ঘাড়ে সবে।

হুলের জ্বালা ঝালাপালা, প্রাণটা রাখা ভার
কাতর হয়ে বলে শেয়াল, ছাড়না রে ভাই ছাড়।
পথ ভুলে ভাই এসেছিলাম আমড়া গাছের তলে
তাই না হলে হেথায় আসে এমন গাধা কি আছে?

অর্থ জেনে নাও

খাসা - চমৎকার, খুব ভালো।
প্রকাণ্ড - বড়।
তরে - জন্য।
আনাগোনা - আসা-যাওয়া।
হানা - আক্রমণ।
বেজায় - অপরিমিত।
হুল - কীটপতঙ্গের আল বা তীক্ষ্ণ কাঁটা।
হেথায় - এখানে।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

	শেয়ালের আনাগোনা	

২) **কবিতার লাইন পূর্ণ করো।**

..... ঝোপের ভিতর ..... বাসা
মাঝখানে তার ..... এক চাক রয়েছে খাসা।
তাই না দেখে ..... মশাই ..... খাওয়ার তরে
সেই ..... সকাল বিকাল ..... করে।

৩) **এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে সঠিক শব্দ তৈরী করো।**

ক) ল শে য়া ..... খ) ছি মা মৌ .....
গ) লে হু র ..... ঘ) ড়া আ ম .....

৪) **এক বাক্যে উত্তর দাও।**

ক) আমড়া গাছে কী ছিল ?
খ) মধু কে খাবে ?
গ) শেয়াল মৌচাকে কখন হানা দিয়েছিল ?

৫) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) মৌমাছিরা কোথায় ও কেমন ছিল ?
খ) শেয়াল মৌচাকে হানা দেওয়াতে মৌমাছিরা কী করল ?
গ) হুল লাগাতে শেয়াল কী বলেছিল ?

৬) **কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।**

৭) **বাক্য রচনা করো।**

ক) মৌমাছি - খ) সকাল বিকাল -
গ) আনাগোনা - ঘ) মধু -

৮) **বন্ধনী থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে ছকের মধ্যে লেখো।**

(উঠলো, সকাল, দিন, যাওয়া)

ক) বিকাল x ☐ খ) আসা x ☐
গ) রাত্রি x ☐ ঘ) পড়লো x ☐

৯) **অভিমতমূলক প্রশ্ন :-**

ক) "অন্যায় করলে তার ফল ভোগ করতে হয়।" — এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।
খ) "যেমন কর্ম তেমন ফল" — এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

১০. শ্রীনাথ বহুরূপী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেদিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। সকাল সকাল খাইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য প্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাইরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশাই ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্য-তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্টচার্য অন্ধকারে চোখ বুজিয়া হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন।

সে রাত্রে ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় চন্দ্রাভিভূত সেই দুজন বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

অকস্মাৎ আমার পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকন্ঠের গগনভেদী

রৈ রৈ চিৎকার- ‘‘ওরে বাবারে, খেয়ে ফেললে রে!’’ কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুৎবেগে তাহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার বলিতে লাগিলেন—‘‘ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম করে লেজ গুটিয়ে পাপোষের উপর বসেছিল।’’

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং ‘উহ বয়ঠা’ বলিয়াই এক লাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলি লোক সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারও মুহূর্ত বিলম্ব সয় না।

উঠানের একপ্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল। দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটি জানোয়ার, বাঘের মতোই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশাইয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—‘সড়কি লাও, বন্দুক লাও।’ আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল—লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। ‘লাও’ তো বটে, কিন্তু আনে কে ? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছে এবং তাহার মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা ঢুকিয়াছিল, তাহারা নিস্তব্ধ।

এমনই বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ—বাঘ। পালিয়ে আয়রে, পালিয়ে আয়।

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরে ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লন্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

বেশ করিয়া ইন্দ্র দেখিয়া কহিল—‘এ বাঘ নয় বোধহয়।’ তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল

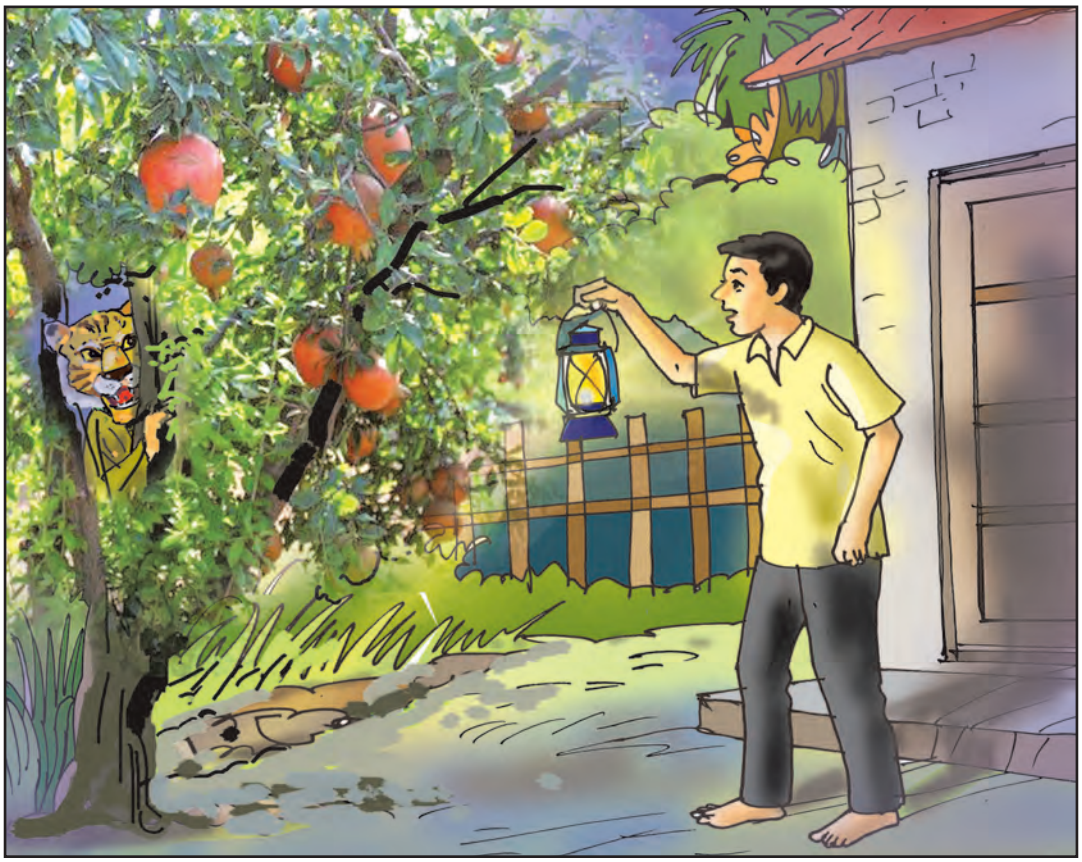

টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কহিল—"না, বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বহুরূপী।" ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রীনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু পিসেমশাইয়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন তোমাদের ভাগ্যি ভালো যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বাহির হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমাদের দারোয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে আর দূর করে দাও দেওড়ির ঐ দারোয়ানগুলোকে। একটা ছোটো ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই।" পিসেমশাই কোনো কথাই শুনিলেন না, বরং গরম হইয়া হুকুম, দিলেন, "উহার লেজ কাটিয়া দাও।"

অর্থ জেনে নাও

নিত্য - দৈনন্দিন
দীপালোকে - প্রদীপের আলোয়
সেজ - প্রদীপ
অকস্মাৎ - হঠাৎ
সান্ধ্য তন্দ্রা - সন্ধ্যাবেলার নিদ্রা
নিস্তব্ধ - চুপচাপ
সমবেত - একসঙ্গে
ক্ষণকাল - অল্প সময়

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

	যারা বারংবার বলিতে লাগিলেন	

খ)

	পিসেমশাই উত্তেজিত কন্ঠস্বরে যা বলিতে লাগিল	

২) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) সারাদিন ..... হইয়াও শেষ হয় নাই।
(ঝড়, বন্যা, বৃষ্টিপাত)

খ) উঠানের এক প্রান্তে একটা ..... গাছ ছিল।
(বট, ডালিম, তুলসী)

গ) এমনই বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ..... অসিয়া উপস্থিত।
(ইন্দ্র, মেজদা, কিশোরী সিং)

৩) একবাক্যে উত্তর লেখো।

ক) কীসের তেলের সেজ জ্বালানো ছিল?

খ) বৃদ্ধ রামকমল ভট্টচার্য কী করছিলেন ?

গ) কে সেজ উল্টাইয়া দিলেন ?

৪) দু-চার কথায় উত্তর লেখো।

ক) বহুরূপী বলতে কী বোঝ ?

খ) ইন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল কেন ?

গ) 'হুম' শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কীরূপ অবস্থা হয়েছিল ?

৫) নীচের কথাগুলির বক্তা কে তা লেখো।

ক) "ওরে বাবারে, খেয়ে ফেললে রে !" .....

খ) "উহ্ বয়ঠা !" .....

গ) "এ বাঘ নয় বোধ হয় ।" .....

ঘ) "আমি বাঘ-ভালুক নই ।" .....

৬) ক) শব্দার্থ লেখো ও বাক্যে ব্যবহার করো।

১. অবিশ্রান্ত -..... ২. বিলম্ব -.....

৩. তামাশা -..... ৪. নিমেষে -.....

খ) বিপরীত শব্দগুলি পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো।

১. সারারাত X..... ২. কঠোর X.....

৩. আলো X..... ৪. ভয় X.....

গ) বচন পরিবর্তন করো।

১. ছেলে -..... ২. বাঘ -.....

৩. লোক -..... ৪. জানোয়ার -.....

ঘ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

১. পিসিমা -..... ২. মেজদা -.....

৩. বাঘ -..... ৪. বৃদ্ধ -.....

৫. কিশোর -..... ৬. ছেলে -.....

৭) অভিমতমূলক প্রশ্ন :

"সাহস না থাকলে কোনো কঠিন কাজ করা যায় না।" — এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

১১. চিত্রকথা

● চিত্রাধ্যয়ন করে নিজের ভাষায় গল্প লেখো ও তার সঠিক শিরোনাম দাও।

১

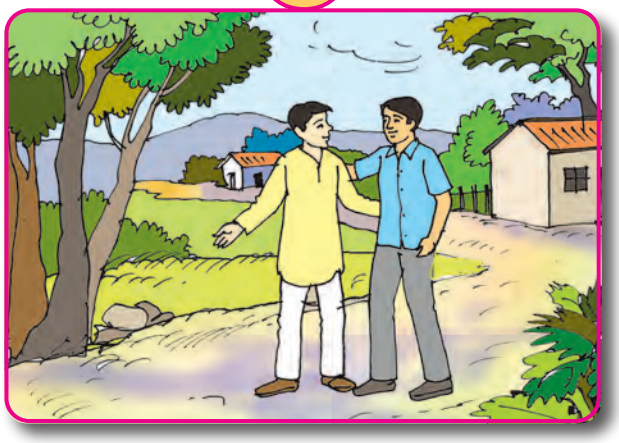

২

৩

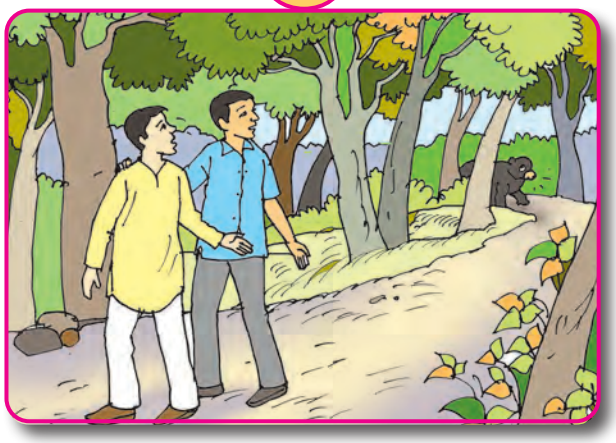

৪

৫

৬

❑ উপরে দেওয়া ছবিগুলি ক্রমানুসারে নিরীক্ষণ করতে বলবেন। ছবিতে কোন কোন ঘটনা তা মনন করতে বলবেন । ছবি এবং ঘটনার উপর ভিত্তি করে গল্প লিখতে প্রেরিত করবেন। গল্পের সঠিক শিরোনাম দিতে বলবেন।

১২. বিশ্বপ্রেম

নবীনচন্দ্র সেন

যেইজন পুণ্যবান কে না তারে বাসে ভাল
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ?

পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,
সেইজন প্রেম—অবতার ।

সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
দেখি অঙ্কে মাতা বসুধার;

সমুজ্জ্বল রত্নসহ অনন্ত বালুকারাশি
বহিতেছে গর্ভে পারাবার ।

জগতের সাম্যনীতি, সুখময় প্রেমগীতি,
মানবের কি শিক্ষার স্থান !

সর্বত্র সমান প্রেম সর্বত্র সমান দয়া
সর্বত্র কি একত্ব মহান!

মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা
সে তো ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার!

শত্রুমিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেইজন দেবতা আমার।

অর্থ জেনে নাও

পুণ্যবান - ধর্মশীল। **মহত্ত্ব** - ঔদার্য, মহানতা। **অঙ্ক** - কোল।
ক্ষুদ্র - ছোটো, সামান্য। **বসুধা** - পৃথিবী। **রত্ন** - মণি-মুক্তা।
পারাবার - সমুদ্র। **মিত্র** - বন্ধু।
অবতার - দেবগনের আবির্ভাব, জীবদেহধারী দেবতা

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

সমভাবে যা বিরাজিছে

খ)

সমুদ্রের গর্ভে যা আছে

২) **কবিতার লাইন পূর্ণ করো।**

ক) পাপীরে যে ভালবাসে .....।

খ) সমুজ্জ্বল রত্নসহ ..... ।

গ) শত্রুমিত্র তরে যার .....।

৩) **একবাক্যে উত্তর দাও।**

ক) সাধারণতঃ সবাই কাকে ভালোবাসে ?

খ) সমভাবে কী বিরাজিছে ?

গ) এই কবিতায় মাতা কাকে বলা হয়েছে ?

ঘ) কবি কাকে ভালোবাসেন ?

৪) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) কবি কাকে প্রেম-অবতার বলেছেন এবং কেন ?

খ) এই কবিতায় দেবতা কাকে বলা হয়েছে ?

গ) কবি এই কবিতার মাধ্যমে কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন ?

৫) **কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।**

ক) ..... = ...

খ) ..... = ...

গ) ..... = ...

ঘ) ..... = ...

৬) **নীচে দেওয়া এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে সঠিক শব্দ তৈরী করো।**

ক) সা ব্য য় ব - .....

খ) তা অ র ব - .....

গ) রা পা বা র - .....

ঘ) ভা বা সা ল - .....

৭) বাক্য রচনা করো।

ক) দেবতা -.....

খ) প্রাণ -.....

গ) সুগন্ধ -.....

ঘ) দয়া -.....

৮) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ পদ্যাংশ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

ক) সকলস্থান -.....

খ) করুণা -.....

গ) ছোট -.....

৯) বিপরীত শব্দগুলি পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

ক) নিষ্কাম x..... খ) মিত্র x.....

গ) ঘৃণা x..... ঘ) বৃহৎ x.....

১০) লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

ক) পুণ্যবান -..... খ) মাতা -.....

গ) দেব -.....

১১) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

ক) 'আমাদের সকলেরই বিশ্বপ্রেমিক হওয়া উচিৎ' - এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

খ) 'সকলকে আপন ভেবে চলা উচিৎ ' - এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

১৩. (অ) সংগণক - ১

❑ ছাত্রদের সংগণকের উপরে আধারিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বলবেন। ওদের সংগণক চালিয়ে তার অনুভব বলতে বলবেন। সংগণকের লাভ এবং সাংকেতিক চিহ্নের বিষয়ে আলোচনা করবেন। চিত্রের ভিত্তিতে ৫ টি বাক্য লিখতে অনুপ্রাণিত করবেন।

● দেখো, বোঝো এবং বলো ।

১৩. (ব) সংগণক - ২

❑ প্রদত্ত ছবিটির সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ করতে বলবেন । সংগণকের বিভিন্ন ভাগের নাম জিজ্ঞাসা করবেন । এর বিভিন্ন ভাগের সামান্য কাজ এবং তার বিশেষতার উপর আলোচনা করবেন । সংগণকের অত্যধিক ব্যবহারে যে ক্ষতি হয় তা বুঝিয়ে বলবেন । সংগণকের ছবি আঁকতে অনুপ্রাণিত করবেন ।

পুনরাবৃত্তি - ১

১) রেডিও / সিডীতে সঙ্গীত শোনো।

২) তোমাদের রাজ্যের কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁধের সম্পর্কে বলো।

৩) যেকোন শিশু সাহিত্য পড়ো।

৪) তোমার ছোটবেলার যেকোন একটি ঘটনার বর্ণনা করো।

৫) নীচে দেওয়া চৌকট হতে বিশেষ্য ও সর্বনাম খুঁজে গোল করো এবং তা নিজের খাতায় পুনরায় লেখো।

তু	রা	হাঁ	স	না	তা	ধী	র	ত্ব
বা	ই	কা	পা	এ	র	হা	ই	চ
চে	রা	জা	রা	জে	ন্দ্র	আ	দে	হা
খ	জি	তা	র	ম	হ	না	প	র
আ	মা	দে	র	হি	কু	বে	রা	নি
ল	দী	ম	মা	হা	মা	দে	দ	ব
ম	ব	প	দি	নু	ক	ল	প	না
রা	ক	ন	ল্লি	লি	ষ	শি	য়	খা

উপক্রম / প্রকল্প

প্রতি সপ্তাহে গুরুজনদের কাছ থেকে প্রবাদ প্রবচন শোনো।

তুমি সারা বৎসর দীন দু:খীদের জন্য কী কী করেছো বলো।

তোমার প্রিয় মহিষীদের জীবনী পড়ো।

তোমাদের অঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয় এমন উৎসবের তালিকা মাস অনুযায়ী তৈরী করো।

প্রকৃতির খেলা

* এসো খেলা করি ।

❑ **সূচনা :** আলাদা-আলাদা রঙের গুটি এবং পাশা নেওয়ার জন্য বলবেন । পাশা পড়ার পর যে সংখ্যা আসবে ততটাই ঘর সামনে যেতে হবে । ৪-৫ জন মিলে দল করে সবাইকে একেরপর- এক করে খেলতে হবে । কোটের মধ্যে দেওয়া সূচনা অনুসারে অভিনয় করাবেন এবং তার সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্যে বলতে বলবেন ।

১. অধম ও উত্তম

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায় -
কামড়ের চোটে বিষ দাঁত ফুটে,
বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে, হায়
জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা ছলে
কপালে রাখিয়া হাত,

"তুমি কেন, বাবা, ছেড়ে দিলে তারে,
তোমার কি নেই দাঁত?"
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল,
"তুই রে হাসালি মোরে
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়ে
দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়।
তা ব'লে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়?"

অর্থ জেনে নাও

বিষম - দুঃসহ। **আর্ত** - কাতর, পীড়িত। **দংশন** - কামড়।
শিয়র - শয়নকারীর শীর্ষদেশ বা মাথার দিক। **পথিক** - পথ দিয়ে চলে যে।
শোভা - সৌন্দর্য; কান্তি। **অধম** - নিকৃষ্ট। **উত্তম** - উৎকৃষ্ট, **ভর্ৎসনা**-তিরস্কার।

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

ক) কুকুর আসিয়া এমন কামড়
..... -

খ) ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
..... ,

গ) বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা ছলে
..... ,

ঘ) কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
..... ।

২) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

ক) .....=..... খ) .....=.....

গ) .....=..... ঘ) .....=.....

৩) বাক্য রচনা করো।

ক) বিষ - .....

খ) বেচারা - .....

গ) বিষম - .....

ঘ) ভর্ৎসনা - .....

৪) **শব্দঝুড়ি থেকে সমানার্থী শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।**

ক) .....=.....

খ) .....=.....

গ) .....=.....

ঘ) .....=.....

ঙ) .....=.....

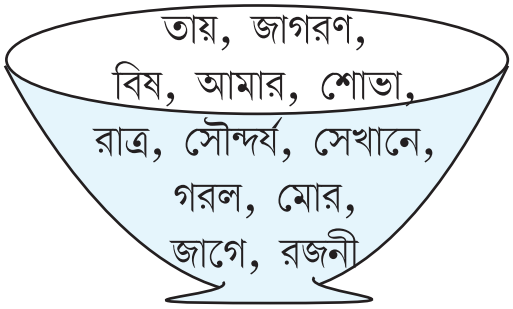

৫) **এক বাক্যে উত্তর দাও।**

ক) কুকুর কার পায়ে কামড়ালো ?

খ) কুকুরের কামড়ে কী পরিণাম হলো ?

গ) পথিকের সাথে কে জেগে রইল ?

ঘ) মেয়েটি তার বাবাকে কী বলল ?

৬) **দুই- তিন বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) পথিককে কীসে কামড় দিয়েছিল এবং তার ফলে পথিক কীরকম ব্যথা অনুভব করেছিল ?

খ) কার হাসি পেয়েছিল এবং কেন ?

৭) **অভিমতমূলক প্রশ্ন :-**

ক) "কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তার সঙ্গে তোমার খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।"— এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

খ) "অধম নয়, উত্তম হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।"— এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

২. বীরসা মুণ্ডার উলগুলান

মহাশ্বেতা দেবী

(দিকু জাতি) দুকু দাসা আতুতান দিসুন ।'...

জমিদারের অত্যাচারে, মানুষের উপর অবিচারে দেশ উথাল পাথাল।

চলো নিই ধনুক আর তীর আর কুড়াল।

আজ আমাদের কাছে জীবনের চেয়ে মরণ প্রিয়।

জমিদার মহাজন দোকানি বিদেশিদের ছেড়ে দেব না।

তারা আমাদের জমি দখল করেছে।

সিংভূম রাঁচিতে মুণ্ডাগ্রামে গেলেই শুনবে এই গান। এই গান মুণ্ডারা গায়। শীতকালে সন্ধ্যায় আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে ওরা এই গান গায়.....

এটি কীসের গান?

উলগুলানের গান।

উলগুলান কী?

মুণ্ডাদের বিদ্রোহ

বীরসা-ভগবানের বিদ্রোহ।

সিধু আর কানু সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই বিদ্রোহের নামছিল 'হুল'।

তাঁর ৪০ বছর পর মুণ্ডাদের বিদ্রোহ —উলগুলান। বীরসার নেতৃত্বে উলগুলান। এটা চলেছিল ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত।

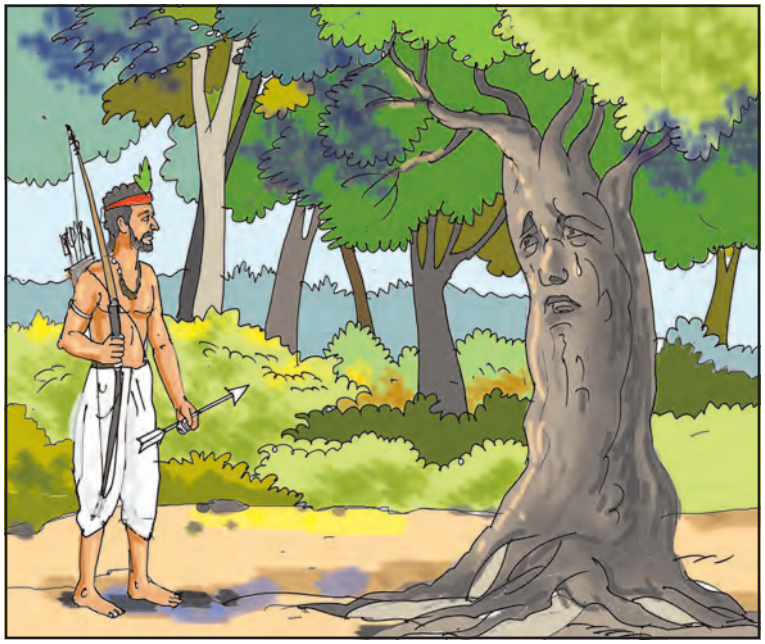

শালগাছে ফুল ফোটার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ থাকে না এসব যুদ্ধের। কারণ বাইরের লোকজন আসে আর কেড়ে নেয় আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার।

১৮৭৪/১৮৭৫ সালে বীরসার জন্ম ছোটোনাগপুরের বর্ণনা গ্রামে। বাবার নাম সুগানা

মুণ্ডা, মায়ের নাম করমি। বড়োই গরিব এই পরিবার।

বীরসা চলে যায় মামাবাড়ি। সেখানে জয়পাল নাগের পাঠশালায় লেখা-পড়া শুরু হয় তার। তারপর সে পড়তে যায় বুরজুর জার্মান মিশনে। সেখান থেকে চাঁইবাসা জার্মান মিশনে। এখানেই ঘটল সেই ঘটনা।

একদিন প্রার্থনা-সভায় মিশনের সাহেব বলে বসলেন—মুণ্ডা-সর্দাররা সবাই ঠগ, সবাই জোচ্চোর।

'না, জোচ্চোর নয়, ঠগ নয়' - গর্জে ওঠে বীরসা। তারা কাকে ঠকিয়েছে? তারা সাহেবদের বিশ্বাস করেছে, মিশনকে বিশ্বাস করেছে, উকিলবাবুদের বিশ্বাস করেছে। ঝুড়িঝুড়ি পয়সা বাঁকে বয়ে এনে দিয়ে আসছে তাদের। ঠগ তারাই, যারা মুণ্ডা সর্দারদের এত বছর ধরে ঠকাচ্ছে।'

স্কুল ছাড়তে হয় বীরসাকে।

১৮৯৫ সালের মধ্যেই বীরসা বুঝে ফেলে এতদিন যেভাবে সর্দারদের আন্দোলন চলেছে তাতে কিছু হবার নয়। এখন তাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে মুণ্ডাদের আন্দোলন।

বীরসা চলে গেল জঙ্গলে।

জঙ্গল যেন কাঁদে আর তাকে বলে - বীরসা ! আমি সেই আদি বনভূমি, তোদের মা। ইংরেজ সরকার আমার কোল থেকে তোদের কেড়ে নিচ্ছে। তোদের কিছু দেবে না, সবই নেবে ওরা। আমার গাছের কাঠ, পাতা, ফল, মধু, সব সব। তুই আমাকে বাঁচা বীরসা।

'বাঁচাব মা, আমি তোকে বাঁচাব'—বীরসা বলে ওঠে। জঙ্গল থেকে ফিরে আসে সে।

বীরসা এখন মুণ্ডাদের ভগবান। দলে দলে লোক চলে আসতে থাকে তাঁর কাছে। বীরসা সবাইকে বলেন 'তোমরা শোনো, সাহেব—জমিদার—মহাজন সবাই আমাদের শত্রু।' মুণ্ডারা বীরসা ভগবানের কথা প্রচার করতে থাকে।

বীরসাকে ধরার জন্য থানা থেকে পুলিশ এল। বীরসা বললেন—তোমরা সাহেবদের চাকর। হুকুম তামিল করতে এসেছ মাত্র। খাও দাও জিরোও। কাল চলে যেয়ো।

পরদিন আরো পুলিশ এল। শত শত গ্রামবাসী তাড়া করে তাদের গ্রামছাড়া করল।

বীরসা-ভগবানের নাম আরো ছড়িয়ে পড়ল। বিশাল এলাকা জুড়ে লক্ষ মুণ্ডা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

লক্ষ কন্ঠে বাজতে লাগল—উলগুলান ! উলগুলান ! এক রাতে ঘুমন্ত বীরসাকে ধরল পুলিশ। তাঁকে নিয়ে এল

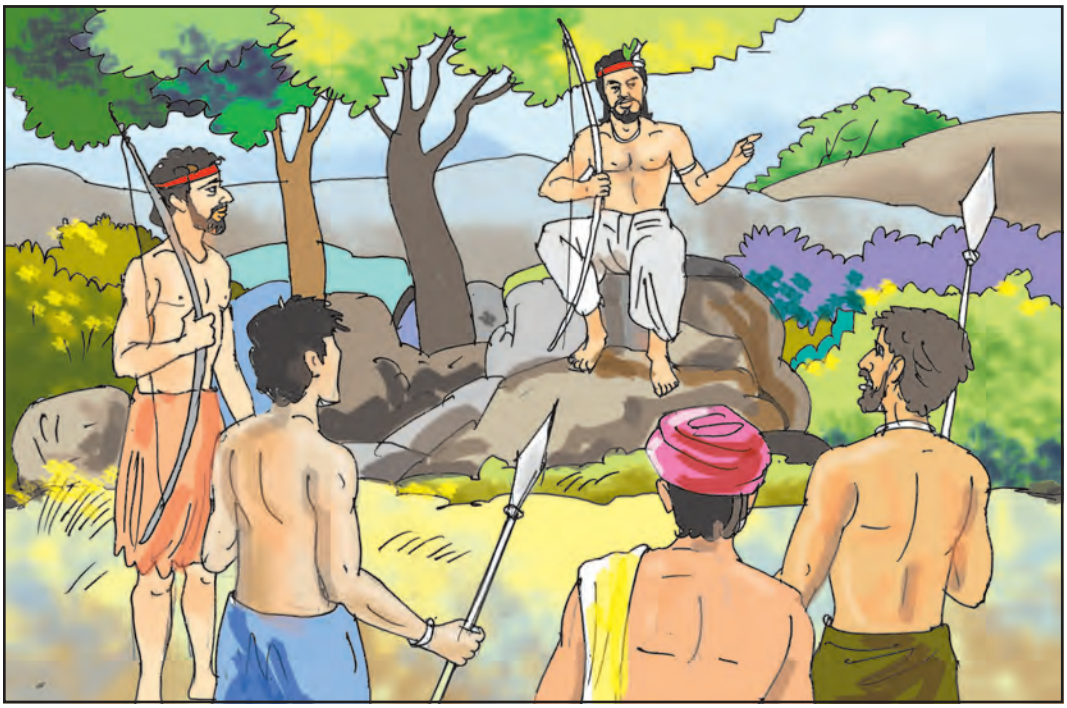

খুঁটি-তে। খবর পেয়ে ভেঙে পড়ে সুবিশাল জনস্রোত। 'দাও! ভগবানকে দেখতে দাও।'

একতরফা বিচারে বীরসার দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৮৯৭সালে তিনি ছাড়া পান।

১৮৯৯ সালে এক বিরাট জমায়েত। মুণ্ডাদের প্রতীক সাদা নিশানের সামনে শপথ নিল সবাই-এখন থেকে চুলে কাঠের চিরুনি, গায়ে গয়না, ফুল কেউ পরব না। নাচব না 'করম পরবে'। উলগুলান সম্পূর্ণ করা হবে আমাদের প্রথম কাজ।

সমগ্র মুণ্ডা অঞ্চলে, তার বাইরে ঝড়ের মতো চলতে থাকে জমায়েতের পর জমায়েত।

২৪ ডিসেম্বর ছয়টি থানায় আগুন জ্বলে, তীর চলে। উলগুলানের সূচনা হয়। থানা জ্বলে। পুলিশ মরে। মুণ্ডা যোদ্ধাদের বুক কাঁপানো ডাক শুনে থানা ছেড়ে চলে যায় সবাই। রাঁচি শহর ভয়ে কাঁপে।

উলগুলান দমনে এবার নেমে পড়ে সশস্ত্র মিলিটারি পুলিশ।

ওরা দূরবীণ দিয়ে দেখে পাহাড়চুড়োয় সশস্ত্র বিদ্রোহীর দল। ইংরেজ কমিশনার চিৎকার করে—তোমরা আত্মসমর্পণ করো। হাতিয়ার দিয়ে দাও। মুণ্ডারা হেঁকে বলে-রাজ আমাদের তোমাদের নয়। মুণ্ডারা হাতিয়ার ছাড়বে না। তোমরা সঁপে দাও তোমাদের হাতিয়ার। আমরা শেষ নিশ্বাস অবধি লড়ব।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে যায়। ওদিক থেকে ছুটে আসে পাথর। বন্দুক বনাম

পাথর-টাঙ্গি-কুড়োল-তীরধনুক। মুণ্ডাদের দলে লড়েছিল মেয়েরা, লড়েছে বালক, কিশোরেরাও।

লড়াই শেষে দেখা যায় মুণ্ডাদের নিহত চার জন পুরুষ, তিন জন রমণী ও একটি শিশু। বাকিরা সরে গেছে। তাদের আর দেখা যায় না। এরপর শুরু হয় ইংরেজের নির্মম অত্যাচার।

শস্যক্ষেত্র জ্বলে। ঘরবাড়ি জ্বলে। লাঙল কেটে দেয়। গোরু ছাগল বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেপ্তার করে মুণ্ডা পুরুষদের।

দিনটা ছিল ফেব্রুয়ারি। বীরসা ঘুমোচ্ছেন। এমন সময় সাত জন বিশ্বাসঘাতক তাঁকে ধরিয়ে দেয়। বীরসাকে নিয়ে আসা হয় বন্দগাঁও। কাঁদতে কাঁদতে মুণ্ডারা ছুটে আসে তাদের ভগবানকে দেখতে।

বীরসা জানিয়ে দেন—'আবার ফিরে আসব আমি। আবার জ্বালাব আগুন। তামাম সিংভূম জুড়ে ধুলোর ঝড় তুলব।'

৯ জুন, ১৯০০, কেওনঝড়ে ঘোষণা করা হয় কলেরায় মারা গেছেন বীরসা মুণ্ডা।

বীরসার কাহিনী তোমরা পড়লে। একথা ভুলেও ভেবো না বীরসা একাই সব করেছিলেন। লক্ষ মানুষের দুর্দশার অবস্থাকে তিনি বদলে দিতে চেয়েছিলেন। সেভাবেই তিনি নেতা হন। তাঁর সঙ্গে শেষ অবধি ছিল হাজার মুণ্ডা।

কেন তাঁর বিদ্রোহ গুরুত্বপূর্ণ ?

এর কারণ শুধু দিকুদের বিরুদ্ধেই নয়, ভারতবর্ষের আসল শত্রু যে ইংরেজ তার বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ, এই উলগুলান।

অর্থ জেনে নাও

দুকু - মানুষ (আসলে 'দেকু')

আতুতান - দেশ

মুণ্ডা - আদিবাসীদের একটি অংশের নাম

দিকু - অ-সাঁওতাল মানুষজন

মহাজন - যে সুদ নিয়ে টাকা ধার দেয়

সুবিশাল - খুব বড়ো

কারাদণ্ড - কারাগারে থাকার শাস্তি

দাসা - দশা, অবস্থা

দিসুন - উথাল-পাথাল

উলগুলান - বিদ্রোহ

হুকুম তামিল - আদেশ মানা

সশ্রম - খাটুনিসহ

আত্মসমর্পণ - ধরা দেওয়া

ধুলোর ঝড় - প্রবল আন্দোলন

দমন - শাসন, বশে আনা

আদিবাসী - যাঁরা দেশের প্রাচীনতম মানুষ

সিধু-কানু - দুই সাঁওতাল নেতা

সশস্ত্র - যাদের অস্ত্র আছে

জমায়েত - মিটিং

জনস্রোত - বহুলোকের সমাবেশ

করম-পরব - আদিবাসীদের একটি উৎসব

বাজেয়াপ্ত - সরকার বা জমিদার দ্বারা অধিকার করা

শেষ নিশ্বাস - মৃত্যু

দুর্দশা - খারাপ অবস্থা

বিদ্রোহ - শাসন না মানা

দূরবীন - দূরের জিনিস দেখার যন্ত্র

হাতিয়ার - অস্ত্র

হুল - বিদ্রোহ

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

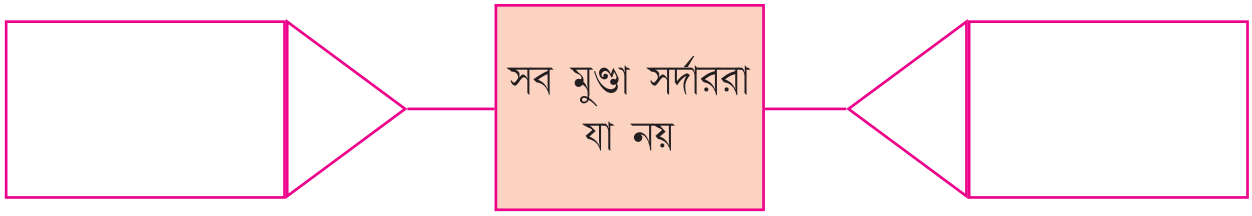

খ)

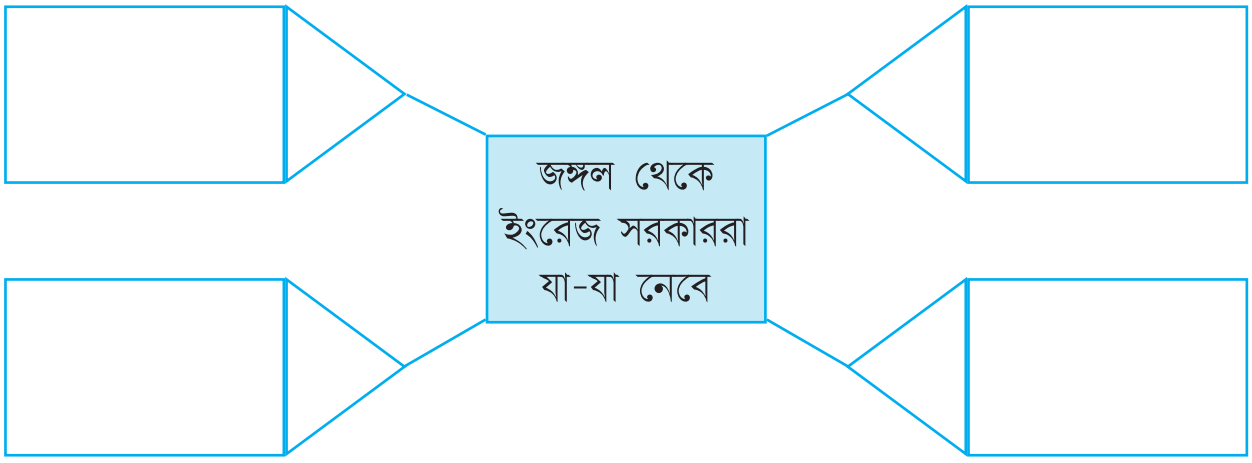

২) **সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।**

ক) বাইরের লোকজন আসে আর কেড়ে নেয় আদিবাসীদের ..... অধিকার।
(শিক্ষার / অরণ্যের)

খ) মুণ্ডারা ..... ভগবানের কথা প্রচার করতে থাকে।
(বীরসা / এতোয়া)

গ) একতরফা বিচারে বীরসার ..... সশ্রম কারাদণ্ড হয়।
(দুবছর / চারবছর)

ঘ) ..... ডিসেম্বর ছয়টি থানায় আগুন জ্বলে, তীর চলে।
(২৪ / ২৫)

৩) **কে, কাকে বলেছে লেখো।**

ক) 'আত্মসমর্পণ করো, হাতিয়ার দিয়ে দাও।' .....

খ) 'বাঁচাব মা, আমি তোকে বাঁচাব।' .....

গ) 'না, জোচ্চোর নয়, ঠগ নয়।' .....

ঘ) 'আমরা শেষ নিশ্বাস অবধি লড়ব।' .....

৪) **সঠিক বানান নির্ণয় করো।**

ক) ইঙ্গরেজ / ইংরেজ / ইঙরেজ খ) বিদ্রোহ / বিদরোহ / বীদ্রোহ

গ) অত্তাচার / অত্যাচার / অত্ত্যাচার ঘ) অরণ্য / অরন্ন / অরন্য

৫) **নীচে দেওয়া বাক্যগুলি ঘটনাক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো।**

(একতরফা বিচারে বীরসার দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জয়পাল নাগের পাঠশালায় লেখা-পড়া শুরু হয়। ছোট নাগপুরের বর্ণনা গ্রামে বীরসার জন্ম হয়।৯ জুন ১৯০০, কেওনঝড়ে ঘোষণা করা হয় কলেরায় মারা গেছেন বীরসা মুণ্ডা। ১৮৯৯ সালে এক বিরাট জমায়েত, মুণ্ডাদের প্রতীক সাদা নিশানের সামনে শপথ নিল সবাই।)

৬) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) উলগুলান কি ?

খ) 'হুল' বিদ্রোহের নেতৃত্ব কে দিয়েছিল?

গ) বীরসার পড়াশুনা কোথায় শুরু হয় ?

ঘ) পড়াশুনা ছেড়ে বীরসা কোথায় যায়?

ঙ) মুণ্ডাদের দলে কারা লড়েছিল?

চ) মুণ্ডাদের হাতিয়ার কী ছিল ?

৭) দু-তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) 'উলগুলান' কার নেতৃত্বে এবং কতদিন পর্যন্ত চলেছিল?

খ) মুণ্ডাগ্রামে গেলে কী গান শোনা যায়?

গ) প্রার্থনা সভায় বীরসা কেন গর্জে ওঠে?

ঘ) জঙ্গল কেঁদে-কেঁদে বীরসাকে কী বলে?

ঙ) সাদা প্রতীকের সামনে মুণ্ডারা কী শপথ করল?

চ) উলগুলান দমনে সশস্ত্র মিলিটারি পুলিশ কেন নামলেন?

ছ) ইংরেজেরা মুণ্ডাদের উপর কেমন ভাবে অত্যাচার করে?

৮) বাক্য রচনা করো।

ক) নেতৃত্ব - .....

খ) আদিবাসী - .....

গ) আন্দোলন - .....

ঘ) হুকুম - .....

ঙ) প্রচার - .....

চ) বিদ্রোহ - .....

ছ) ইংরেজ - .....

জ) জমায়েত - .....

৯) শব্দঝুড়ি থেকে বিপরীত শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

ক) ☐ x ☐

খ) ☐ x ☐

গ) ☐ x ☐

ঘ) ☐ x ☐

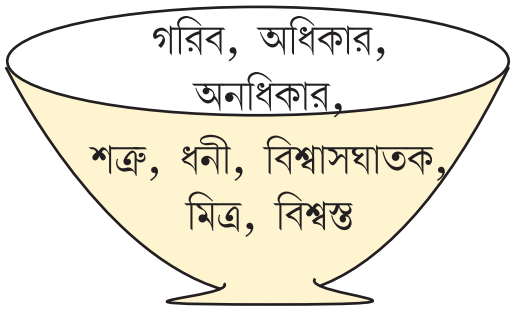

১০) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

ক) "কিছু পেতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়"– এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

খ) "অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত।"— এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

৩. কেদারনাথের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রায় দ্বিপ্রহর বেলায় এসে পৌঁছোলাম গৌরীকুণ্ডের গ্রামে। গ্রামের কোলের উপর দিয়েই বইছে মন্দাকিনী ক্ষুদ্র নদী, কিন্তু প্রচণ্ড বেগবতী। জল বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, সদ্যতুষার-বিগলিত, স্নান করবার উপায় নেই। রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই স্নান আমাদের বন্ধ হয়েছে। গৌরীকুণ্ডে গৌরীর মন্দিরের পাশেই একটি চটিতে এসে উঠলাম। সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে বস্তুটির নাম গৌরীকুণ্ড তার দর্শণ মিলল এতক্ষণে। প্রকাণ্ড একটা উষ্ণ প্রস্রবণ উদ্ভূত হয়ে এখানে নেমে এসেছে। যাত্রীরা সেই গরম জলের ধারে বসে তর্পণ জুড়ে দিল। বাস্তবিক, এই শীতপ্রধান দেশে ফুটন্ত জল থেকে ধূম-নিঃসরণ দেখে মনটা উল্লসিত হয়ে উঠল। জল এত গরম যে তার ভিতরে হাত-পা রাখা যায় না। অথচ কোনো কোনো যাত্রী পুণ্যের লোভে বাহাদুরি দেখিয়ে উত্তপ্ত জলের ভিতরে নেমে মিনিটের পর মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। পুণ্য-সঞ্চয় তারা করবেই।

এবেলায় আর বিশ্রাম নয়, সকলের শরীরেই উৎসাহ রয়েছে, বেলাবেলি রামওয়াড়ায় পৌঁছে রাত্রির মতো বিশ্রাম নেওয়া যাবে। আগামীকাল প্রাতে চিরতুষারাচ্ছন্ন, বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন ও তপস্যা কেদারনাথ-মন্দিরে পৌঁছোতে হবে। আজ সমস্ত রাত শক্তির সাধনা করব। বরফ স্পর্শ করতে আর আমাদের দেরি নেই।

গৌরীকুণ্ড ছেড়ে অগ্রসর হলাম। শীত ধরেছে। সমস্ত পথটাই চড়াই। খুঁড়িয়ে হাঁটতেও আর কষ্ট নেই সব সয়ে গেছে। আকাশ কোথাও কোথাও মেঘময়। একটু আগে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছে। শীতের বাতাস কনকনিয়ে বইতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে দলে দলে কেদার-প্রত্যাগত শীতার্ত যাত্রীর দেখা মিলছে পরস্পর দেখা হলেই 'জয় কেদারনাথ' বিনিময় হচ্ছে। সকলেই যথাসাধ্য শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। সবাই একবার করে বলে যাচ্ছে, সামালকে চলো ভাই, বহুৎ বরফ, জান বাঁচায়কে। যতই এগোই ততই ভয়, একটা আসন্ন বিপদ যেন দূরে আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে, নানা শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা, কিন্তু গতি আমাদের মন্থর নয়, যথেষ্টই দ্রুত এবং সতর্ক।

কোথাও পথ অতি সংকীর্ণ, দলে দলে ছাগলের পিঠে খাদ্যবস্তু ও জ্বালানি কাঠের আঁটি বোঝাই নিয়ে এক একজন পাহাড়ি যাতায়াত করছে, সঙ্গে চলেছে গৃহপালিত এক একটা বড়ো কুকুর। পথে জানোয়ারের কবল থেকে ছাগলগুলিকে রক্ষার জন্য একটি প্রকাণ্ড শিকারি কুকুরই যথেষ্ট।

আমরা চলেছি বনময় পার্বত্য পথ দিয়ে। স্থানটির নাম চীরবাসা ভৈরব। চেষ্টা করলে আজই আমরা কেদারনাথে পৌঁছোতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেদারের পথ একেবারেই নিরাপদ নয়, আকাশও ঘন মেঘে এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে, সম্ভবত বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত কিংবা শিলাবৃষ্টি হতে পারে, অতএব রামওয়াড়াতেই আজ আমাদের রাত্রিবাস।

বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় আমরা রামওয়াড়ার চটিতে এসে উঠলাম, তখন সপ্ সপ্ করে বৃষ্টি নেমেছে। এত হাওয়া ও শীত যে খোলা জায়গায় এক মিনিটও দাঁড়াবার উপায় নেই। বুকের ভিতরটা শীতে এক একবার গুরু গুরু করে উঠছে, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি পুরু কম্বলখানি আশ্রয় করে বসে পড়লাম। দাঁতে দাঁতে জড়িয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টি থামল বটে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না। চটির দেয়াল ও ছাউনি কাঁপিয়ে বরফের প্রচণ্ড বাতাস থেকে হু-হু শব্দে বয়ে চলেছে।

রাত্রে চটিওয়ালার কাছে চার আনা দিয়ে একখানি লেপ ভাড়া করতে পেরেছিলাম, সুতরাং প্রভাতকালে আর ঘুম ভাঙল না। না ভাঙবারই কথা, লেপের গরম । অমর সিং ও কালীচরণের ধমকের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই উঠে পড়লাম। লেপ ছাড়লেই বাইরের ঠাণ্ডাটা যেন চাবুক মারতে লাগল। তড়িৎগতিতে বাঁধাছাঁদা করে যখন হি হি করতে করতে পথে নেমে এলাম তখন বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে।

অর্থ জেনে নাও

দ্বিপ্রহর - দুপুর।

চির তুষারাচ্ছন্ন - সর্বদা বরফে ঢাকা।

তুষার বিগলিত - বরফ গলা।

জান - প্রাণ।

তর্পণ - পিতৃযজ্ঞ; পূর্ব পুরুষের উদ্দেশে অর্ঘ্যদান।

আকাঙ্ক্ষা - প্রবল ইচ্ছা।

তুষারপাত - বরফ পড়া।

প্রাক্কালে - আগে।

ধূম নিঃসরণ - ধোঁয়া বের হওয়া।

প্রত্যাগত - ফিরে আসা।

সামালকে - সামলে।

আচ্ছাদিত - ঢাকা; জড়ানো।

রাত্রিবাস - রাতে থাকা।

উষ্ণপ্রস্রবণ - গরম জলের ঝরনা।

- **কেদারনাথ** - হিমালয়ের উপর ৩৫৮৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এখানকার প্রাচীন শিবমন্দির। হিন্দুদের তীর্থস্থান।
- **গৌরীকুণ্ড** - কেদারনাথের পথে হৃষীকেশ থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ২১২ কি.মি.। এখানে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।
- **রামওয়াড়া** - গৌরীকুণ্ড থেকে ৮ কি.মি.দূরে। এখানের চটিতে কেদারনাথের যাত্রীগণ রাত্রি যাপন করে থাকে।
- **রুদ্রপ্রয়াগ** - এখানে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলন ঘটেছে।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

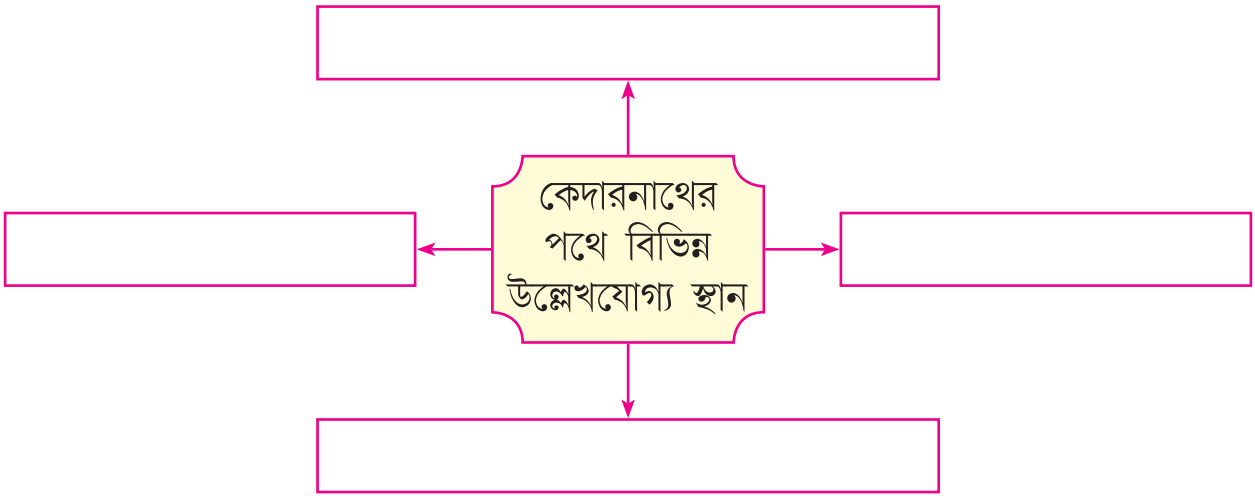

২) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

ক) যে বস্তুটির নাম গৌরীকুণ্ড তার ..... ।

খ) আজ সমস্ত রাত শক্তির ..... ।

গ) রাত্রে চটিওয়ালার কাছে চার আনা দিয়ে একখানি ..... ।

ঘ) অমর সিং ও কালীচরণের ধমকের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই .... ।

৩) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) প্রায় দ্বিপ্রহর বেলায় এসে পৌঁছোলাম ..... গ্রামে।

খ) আমরা চলেছি বনময় ..... পথ দিয়ে।

গ) বৃষ্টি থামল বটে, কিন্তু ..... পরিষ্কার হল না।

ঘ) সকলেই যথাসাধ্য ..... আচ্ছাদিত।

৪) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) কেদারনাথ কোথায় অবস্থিত?

খ) মন্দাকিনীর জলে স্নান করা যায় না কেন?

গ) 'কেদারনাথের পথে'—এই গল্পে কোন্ কোন্ পশুর উল্লেখ আছে?

ঘ) গৌরীকুণ্ডের জল কেমন?

৫) দু-চার কথায় উত্তর লেখো।

ক) মন্দাকিনী নদীর বর্ণনা দু-চার কথায় লেখো।

খ) লেখকের গৌরীকুণ্ড থেকে রামওয়াড়া চটীর যাত্রা বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

গ) কেদারনাথের পথে লেখক রামওয়াড়ার চটিতে রাত্রিবাস করেছিলেন কেন?

৬) কারণ লেখো।

ক) গৌরীকুণ্ডের জলে স্নান করবার উপায় ছিল না।

খ) কেদারনাথের পথে পাহাড়িদের সঙ্গে একটা করে শিকারী কুকুর ছিল।

গ) কোন কোন যাত্রী উষ্ণপ্রস্রবণে গরম জলের ভিতর নেমে মিনিটের পর মিনিট তর্পণ করত।

৮) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

ক) 'তীর্থ ভ্রমণ করা উচিত।'— এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

খ) 'তীর্থ যাত্রীদের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা থাকবেই।'— এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

৯) তুমি কীভাবে দিপাবলীর ছুটি কাটালে তার বর্ণনা লিখে তোমার বন্ধু / বান্ধবীকে একখানা চিঠি লেখো।

৪. দেশ জননী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।।

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।।

ওগো মা তোমার কোলে জনম আমার মরন তোমার বুকে,
তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল সহা সকল-বহা মাতার মাতা।।

ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা
তবু জানিনে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা।।

আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তি দাতা।।

অর্থ জেনে নাও

শ্যামল - সবুজ।
দিন - দিবস।
শক্তি - বল।
সনে - সাথে।
বৃথা - নিরর্থক।
শীতল - ঠাণ্ডা।

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

তুমি অন্ন মুখে .....,

.....জলে জুড়াইলে,

তুমি যে সকল সহা সকল-বহা..... ।।

.....অনেক নিয়েছি মা।

২) ছক পূর্ণ করো।

	দেশ জননী যেখানে মিশেছে	

৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) বিশ্বমায়ের কী পাতা আছে?

খ) দেশ মায়ের কোন জিনিস কবির মর্মে গাঁথা?

গ) কে মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিল?

ঘ) 'দেশ জননী' কবিতার কবির নাম কী?

৪) দুই-তিন বাক্যে উত্তর দাও।

ক) 'দেশ জননী' কবিতায় কবির বর্ণনা দুই-তিন বাক্যে লেখো।

খ) দেশের মাটি সম্বন্ধে কবিতায় যে বর্ণনা আছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লেখো।

৫) নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো।

ক) বৃথা -.....

খ) দুঃখ -.....

গ) দেশের মাটি -.....

ঘ) মূর্তি -.....

ঙ) অন্ন -.....

৬) কবিতা থেকে সমানার্থী শব্দগুলি বেছে লেখো।

ক) বল -..... খ) মৃত্যু -.....

গ) ঠাণ্ডা -..... ঘ) জননী -.....

৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ কবিতা থেকে বেছে লেখো।

ক) কঠিন x..... খ) সুখ x.....

গ) রাত্রী x..... ঘ) বাহিরে x.....

৮) ছক থেকে শব্দ ও অক্ষর নিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করো।

জন		
পর	ম	
রা		
দা		

৯) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

ক) ‘‘দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য থাকা দরকার’’—এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

খ) ‘‘মাতৃভূমির কাছে আমরা অনেক ঋণী’’ — এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

৫. এসো কাগজ দিয়ে ভগ্নাংশ বুঝি

সামগ্রী : বৃত্তাকার কাগজ, পেন্সিল।

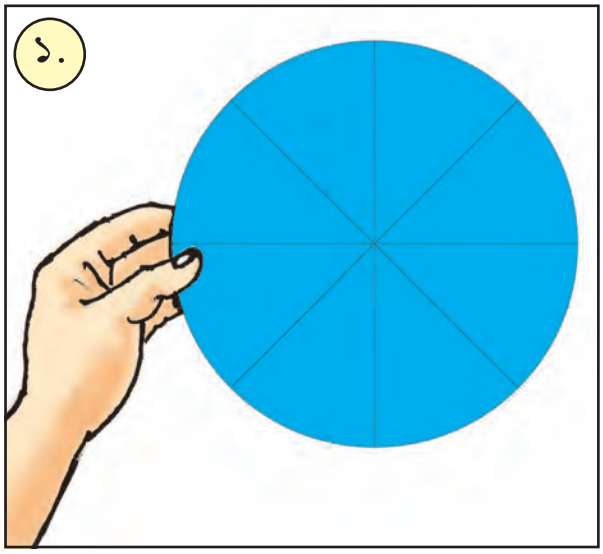

একটা বৃত্তাকার কাগজ নিলাম যা পূর্ণাংশ।

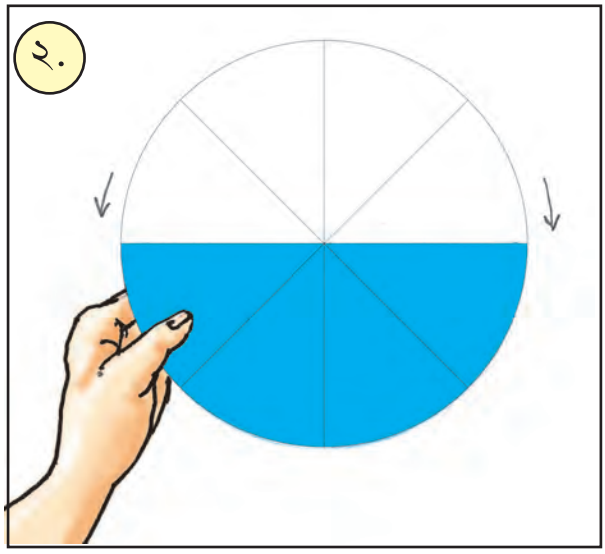

পূর্ণাংশ কাগজটি মাঝ থেকে ভাঁজ করলাম — অর্ধাংশ হলো।

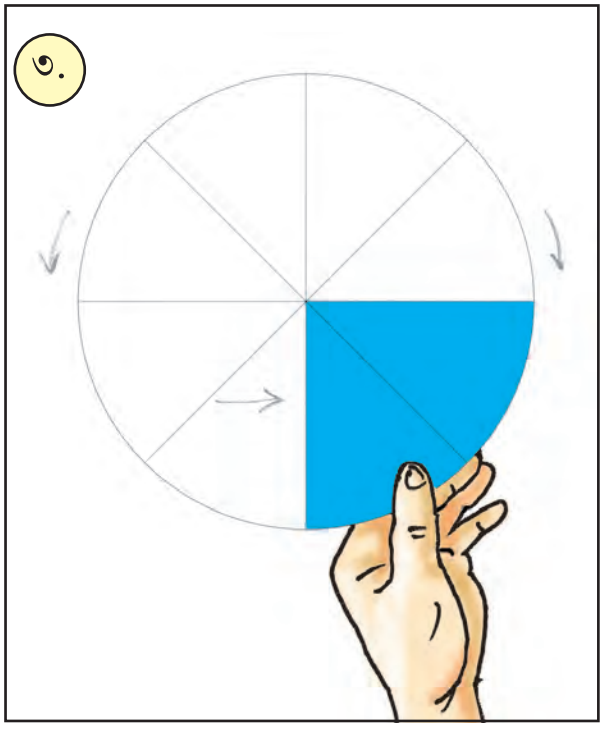

অর্ধাংশ কাগজটিকে পুনরায় ভাঁজ করলাম — এক চতুর্থাংশ হলো।

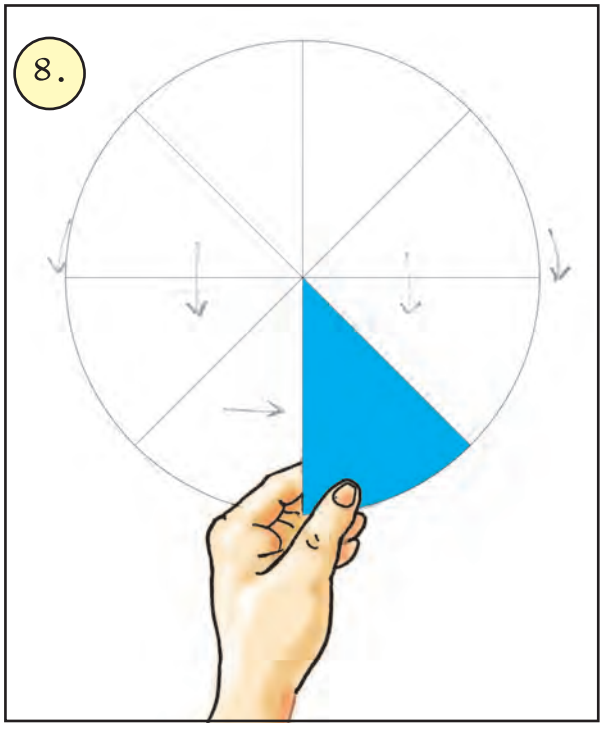

কাগজটিকে পুনরায় ভাঁজ করলাম — এক অষ্টমাংশ হলো।

৬. মোবাইল ফোন

সংকলিত

আজকের দিনে মোবাইল ফোন চেনে না বা দেখেনি - এমন কাউকে বোধ হয় পাওয়া যাবেনা। আমাদের গুরুজনদের কারো কারো মোবাইল ফোন আছে। কিন্তু যাদের নেই তাদের মধ্যে অনেকেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে জানে - কেউ একটু বেশী, কেউ একটু কম । মোবাইল ফোন দিয়ে যে কতো কিছু করা যায় তার সবটা অবশ্য সবাই জানে না। তবে যারা একটু কম জানে তারাও প্রায়োজন মতো তাদের কাজটুকু মোবাইল ফোনে সেরে নিতে পারে। এখন এমন মোবাইল ফোনও আছে যাতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, ছবি তোলা যায়, সিনেমা দেখা যায়। এসব মোবাইলে আমরা বই পড়তে পারি, গান শুনতে পারি, এস এম এস পাঠাতে পারি। এমনকি টাকাও পাঠাতে পারি। তুমি তোমার বাসায় বসে মোবাইলে ছবি তুলে সেই ছবি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে পাঠাতে পার।

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, মোবাইল ফোন আবিষ্কার হলো কেমন করে, অথবা এটা কেমন করে কাজ করে।

আসলে মোবাইল ফোন কেউ একজন আবিষ্কার করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এটার উদ্ভাবন কাজ শুরু হয়। তারপর কালে কালে একটু একটু করে আজকের মোবাইল ফোন বেরিয়েছে, প্রতি বছরই এর পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে।

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার গ্রাহামবেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ১৮৭৬ সালের ১০ই মার্চ তিনি তার সহকারী টমাস আগাস্টাস ওয়াটসনের সাথে প্রথমবারের মতো সফল টেলিফোন কল করেন।

প্রথম পর্যায়ে সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয় সেন্ট লুই শহরে ১৯৪৭ সালে। ধাপে ধাপে এর উন্নতি ঘটে। ১৯৬৪ সালের দিকে শুধু গাড়িতে মোবাইল ফোন থাকত। তার ওজন ছিল প্রায় এক কেজি।

১৯৭১ সালে ফিনল্যান্ডে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭২ সালে গবেষক মার্টিন কুপার হাতে ধরা ছোট সেট তৈরী করেন।

পাশের ঘরে ফোন করা থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই এখন ফোন

দিয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে?

যে এলাকা জুড়ে মোবইল ফোন কাজ করবে তার সবটাকে কতগুলো অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশে শক্তিশালী বেতার টাওয়ার (মাসতুল) বসানো হয়। এই টাওয়ারগুলো একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগের একটা অদৃশ্য জাল (নেটওয়ার্ক) তৈরী করে। মোবাইল সেটের মধ্যে থাকে একটা 'অ্যানটেনা'। সারাক্ষণ তরঙ্গের মাধ্যমে সেটি টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে। মনে কর কোনো সেট থেকে বোতাম চেপে অন্য কোনো নম্বরে যোগাযোগ করা হলো। তখন সবচেয়ে কাছের টাওয়ারের মাধ্যমে অন্য প্রান্তের মোবাইল সেটকে সেটি খুঁজে নেয়। একটাতে না পেলে রিলে রেসের মতো সেটি পর পর যতগুলো টাওয়ার দরকার সব পার হয়। মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট নম্বরটিতে। হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে তা তরঙ্গে পরিণত হয়। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলে যায় অন্য প্রান্তে। আবার গ্রাহকের ফোন সেট বেতার তরঙ্গকে কথায় বা আওয়াজে রূপান্তরিত করে। অনেকগুলো জায়গায় বসানো নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে সমন্বয় করে মোবাইল ফোনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(সংকলিত)

অর্থ জেনে নাও

প্রয়োজন - দরকারি। আবিষ্কার - খোঁজ, নবপ্রকাশ।

সীমিত - কম। নিয়ন্ত্রণ - পরিচালনা। সংযোগ - যুক্ত।

শক্তিশালী - বলবান। রূপান্তরিত - পরিবর্তন। সারাক্ষণ - সবসময়।

অনুশীলনী

১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী ..... টেলিফোন আবিষ্কার করেন।

খ) মোবাইলে আমরা ..... পড়তে পারি।

গ) ..... সালে ফিনল্যান্ডে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয়।

ঘ) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলে যায় .....।

ঙ) মোবাইল সেটের মধ্যে থাকে একটা .....।

২) ছক পূর্ণ করো।

	মোবাইলের সাহায্যে আমরা যা করতে পারি	

৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) মোবাইল ফোন কে তৈরী করেন ?

খ) মোবাইল ফোনের উদ্ভাবন কবে হয়েছিল ?

গ) সীমিত আকারে মোবাইল ফোন কোন শহরে ব্যবহার হয় ?

ঘ) গাড়িতে থাকা মোবাইলের ওজন কত ছিল ?

৪) **দুই চার বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) মোবাইল ফোনের বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

খ) মোবাইল ফোনে টাওয়ার এবং নেটওয়ার্কের সম্পর্ক কি?

গ) কীভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিচালিত হয়।

৫) **কারণ লেখো।**

ক) নেটওয়ার্ক না থাকলে মোবাইলে কথা বলা যায় না।

খ) প্রথম পর্যায়ে সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ব্যবহার হতো।

গ) প্রত্যেক শহরে মোবাইল টাওয়ার বসানো হয়।

৬) **বাক্য রচনা করো।**

ক) আবিষ্কার -.....

খ) বিশ্ববিখ্যাত -.....

গ) উন্নতি -.....

ঘ) বিজ্ঞানী -.....

৭) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে বেছে লেখো।**

ক) শেষ x..... খ) গ্রাম x.....

গ) কম x..... ঘ) দৃশ্য x.....

৮) **নিচের শব্দগুলির শেষ অক্ষর দিয়ে তিনটি করে শব্দ তৈরী করো।**

ক) মোবাইল - ....., ..., ...।

খ) সিনেমা - ....., ..., ...।

গ) বিজ্ঞানী - ....., ..., ...।

৯) **অভিমতমূলক প্রশ্ন :-**

ক) 'মোবাইল ফোন আমাদের জীবনে অনেক উপকার করছে।'— এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

খ) 'মোবাইল আমাদের নিত্যসঙ্গী।'— এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৭. (অ) বিশেষতা আমাদের

১. ছবি এবং তার বিশেষণ যুক্ত শব্দের জোড়া মেলাও।

বিশেষণ : যে পদ অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে।

২. নীচের বাক্যগুলির মধ্যে যে বিশেষণ আছে, তা চেন এবং গোল করো।

ক) রেলগাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটছে।
খ) আজ খুব ঠাণ্ডা পড়ছে।
গ) মহেশ একটি ভালো ছেলে।
ঘ) তোমার লাল কলমটি দাও।
ঙ) হিমালয়ের পথ দুর্গম।
চ) মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী।
ছ) সিংহ উচ্চস্বরে গর্জন করে।
জ) আমি তিনটি বই পড়েছি।
ঝ) অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ।
ঞ) সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে হবে।

৭. (ব) কাজ আমাদের

১. ছবি এবং ক্রিয়ার জোড়া মেলাও।

ক্রিয়া : যে পদের দ্বারা কাজ করা বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

২. নীচের বাক্যগুলিতে দেওয়া ক্রিয়াপদগুলি চেনো এবং গোল করো।

ক) ছেলেটি বল খেলছে ।
খ) কৃষক মাঠে চাষ করছে।
গ) নিলিমা বই পড়ে।
ঘ) বাঘ শিকার করে।
ঙ) প্রভাত সকালবেলা দৌড়ায়।
চ) আমি আগামীকাল কোলকাতা যাবো।
ছ) সচিন পরীক্ষার খাতায় লিখছে।
জ) ঠাকুরমা রামায়ণ পড়ছে।
ঝ) বিড়াল মিউ-মিউ করে ডাকে।
ঞ) এরোপ্লেনটা এইমাত্র উড়ে গেল।

৮. এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে

লালন শাহ (ফকির)

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।।

শোনায়ে লোভের বুলি নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর - আতরাফ বলি নাহি সরিয়া যাবে।।

আমির ফকির হয়ে এক ঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে।।

ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে।।

অর্থ জেনে নাও

সৃজন - সৃষ্টি
গোত্র - বংশ, কুল
ইতর - নীচ, অধম
আতরাফ - অনভিজাত
ফকির - মুসলমান সন্যাসী বা নির্ধন ব্যক্তি।
আশরাফ - অভিজাত
জিগির - জোর, উচ্চধ্বনি
আমির - ধনী

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

এমন সমাজ কবে গো .....

যেদিন হিন্দু-মুসলমান .....

জাতি গোত্র ..... ।।

ধর্ম-কুল .....

তুলবে না গো .....

কেঁদে বলে .....

কে মোরে ..... ।।

২) ছক পূর্ণ করো।

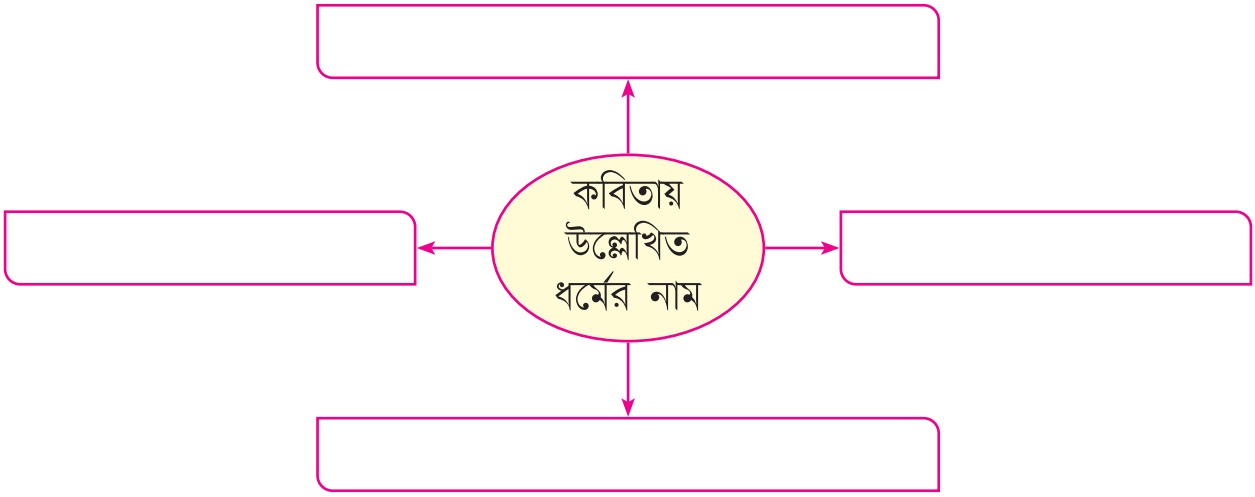

৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) ‘‘এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে,’’ কবিতার কবি কে?

খ) ভবে কি বলিয়া কেউ রেহাই পাবে না?

গ) কাঁধে কী নিতে বারণ করা হয়েছে?

৪) দুই-তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) কবি এখানে কেমন সমাজের কথা বলেছেন?

খ) আমির ও ফকিরকে এক হয়ে কি করতে বলেছেন?

গ) কবি কিসের জিগির তুলতে নিষেধ করেছেন?

৫) কবিতা থেকে নীচে দেওয়া শব্দের মিত্রাক্ষর শব্দ বেছে লেখো।

ক) হবে -.....

খ) বুলি -.....

গ) সবাই -.....

ঘ) জাতির -.....

৬) এলো মেলো বর্নগুলিকে সাজিয়ে সঠিক শব্দ তৈরী করো।

ক) স ল মু ন মা = ...

খ) ফ রা আ ত = ...

গ) জ স মা = ...

ঘ) র ফ কী = ...

ঙ) র তি জা = ...

৭) বাক্য রচনা করো।

ক) সমাজ -.....

খ) আমির -.....

গ) ফকির -.....

ঘ) রেহাই -.....

৮) অর্থগুলি পাঠ থেকে বেছে লেখো।

ক) সৃষ্টি -..... খ) অধম -.....

গ) ধনী -..... ঘ) বংশ -.....

৯) ছক থেকে বেছে নিয়ে বিপরীত শব্দের জোড়া লেখো।

লোভ, যাবে, আমির, নির্লোভ, আসবে, কেঁদে, দেনা, হেসে, পাওনা, ফকির

১) ..... x ..... ।

২) ..... x ..... ।

৩) ..... x ..... ।

৪) ..... x ..... ।

৫) ..... x ..... ।

১০) নিচের শব্দের দুটি করে অর্থ লেখো।

ক) রবে - ....., ...।

খ) ঝুলি - ....., ...।

গ) বলি - ....., ...।

ঘ) কুল - ....., ...।

১১) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

ক) "মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত নয়।"— এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ লেখো।

খ) "মানব ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।"— এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

৯. (অ) শব্দমালা

● উদাহরণ :-

(ক)

আম → ময়না → নাটক → কলা → লালন

(খ)

চড়ুই ← ইঞ্জিন ← নগর ← রজত ← তিলক

● নিম্নলিখিত শব্দ দ্বারা বিশেষ্য শব্দ মালা পূর্ণ করো।

(ক)

জঙ্গল → ☐ → ☐ → ☐ → ☐

(খ)

ভারত → ☐ → ☐ → ☐ → ☐

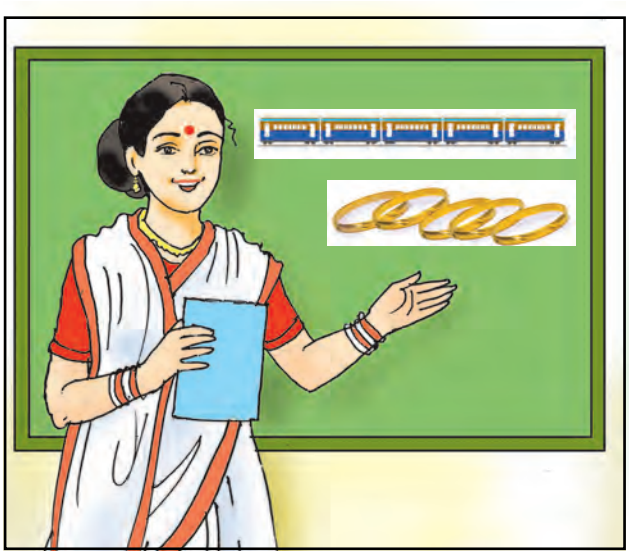

৯. (ব) বুদ্ধি প্রয়োগ করো।

১) ফুলে ।

২) অমাবস্যার ।

৩) জলে ডাঙায় ।

৪) গাছে এ তেল ।

৫) ফেলতে ভাঙা ।

৬) এ ঢালা।

৭) খেয়ে লাগা।

৮) কেটে 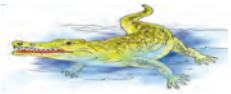 আনা।

৯) খুড়তে বেরোনো।

১০) পাকা এ দেওয়া।

১১) আনতে ফুরোয়।

১২) মারলে 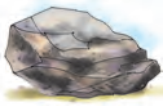 টি খেতে হয়।

১০. আর্য-অনার্য বিচার

সত্যদাস মঙ্গল

আর্য পদের অর্থ শ্রেষ্ঠ । যা শ্রেষ্ঠ নয় তাই অনার্য। পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের মতে, আর্য কোন জাতির নাম নয়, একটি ভাষার নাম। আর্য ভাষা হল সংস্কৃত ভাষারই প্রাচীন অঙ্গ। যে জাতি এমন প্রাচীন ভাষায় কথা বলতেন তাঁদেরই তৎকালীন যুগে আর্য বলা হতো। এই যুগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। তাই এই যুগের সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা বলা হয়। অনেকেই বলে থাকেন, এটি গ্রামীণ সভ্যতা। কিন্তু তৎকালীন আর্য সভ্যতা শুধুমাত্র গ্রামীণ ছিল যে তা নয়, উন্নতমানের নগরকেন্দ্রিক বৈদিক সভ্যতারও নির্দেশক ছিলেন এই আর্যগণ।

সিন্ধু সভ্যতার বিলোপের পরে এই আর্য-অনার্য নামধারী মানুষের বৈদিক সভ্যতা শুরু হয়। মধ্য ইউরোপের হাঙ্গেরী অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার বিলোপ ঘটিয়ে এরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে প্রথম বসবাস করতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে তখন হতেই দুইটি বর্ণ ছিল। প্রথমটি গৌরবর্ণ অথবা উজ্জ্বল শ্যামতনু আর্যবর্ণ এবং দ্বিতীয়টি কৃষ্ণকায় দাসবর্ণ। এই দাসবর্ণ মানুষেরাই অনার্য হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। এই অনার্যগণ ছিলেন আদিবাসী। আর্যবর্ণের মানুষেরা সর্বদাই এঁদের সংসর্গ বর্জন করে চলতে চাইতেন। ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত।

দলীয় অশান্তি প্রকটরূপ ধারণ করলে খ্রীঃ পুঃ ১৫০০ অব্দে এঁরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি শাখা ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অপর শাখাটি ইরান এবং আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ভেদ করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। প্রথমে সপ্তসিন্ধুতীরে পাঞ্জাবে এঁরা বসবাস করতে থাকেন। প্রথম শাখাটি কৃষ্ণকায় দস্যু হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় শাখাটি আর্য হিসাবে সমাজে উন্নতমানের জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই অনার্যদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছিল না। একান্নবর্তী যৌথ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে এরা বসবাস করতেন। এঁরাই সৎকুলোদ্ভব হিসাবে সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবার পর স্থান সংকুলানের অভাবে মহাভারতীয় আমলে অর্থাৎ ৩১৭৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশের প্রায় ৩১৭৯- ১৫০০ = ১৬৭৯

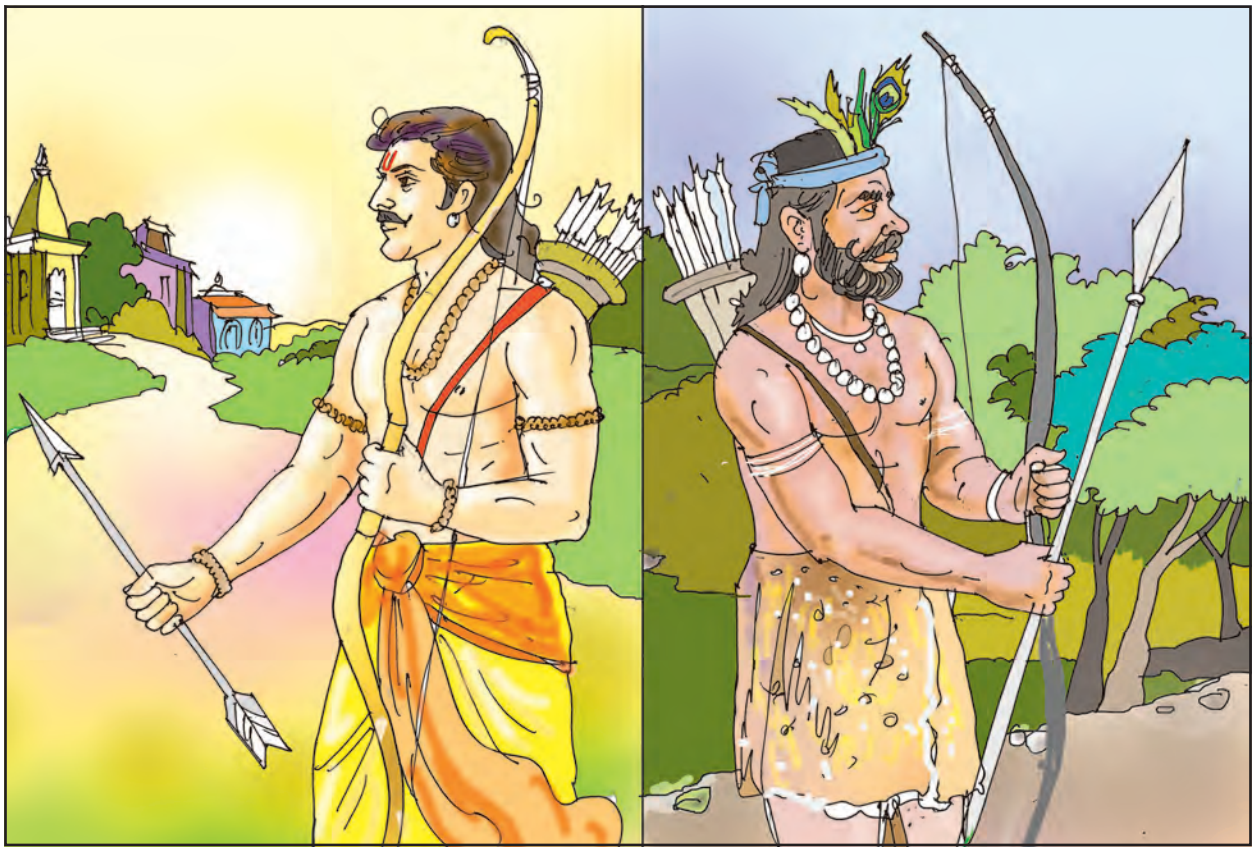

বৎসর পরে) এঁরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম শাখাটি পূর্ব ভারতের বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় শাখাটি উত্তরপ্রদেশ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েন। এরূপ ছড়িয়ে পড়ার সময় এই আর্যগণ যথাক্রমে যদু, তনু, বৃষ্ণি, পুরু, কুরু, পাঞ্চাল ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

এই সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার পূর্বে আর্যগণের যে ভাষা ছিল সেটিই আর্যভাষা। এই আর্যভাষা হতেই সমস্ত ভাষার উৎপত্তি। আর্যভাষাই মূল সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত 'পিতৃ' শব্দ ল্যাটিনে 'পাটের', ইংরাজীতে 'ফাদার', জার্মানে 'ফাটের', ফরাসীতে 'ফার' ইত্যাদি অথবা সংস্কৃত 'ত্রাই', ইংরাজীতে 'থ্রী' ইত্যাদি অপভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

অতএব সমগ্র পৃথিবীর জনক হলেন এই আর্য-অনার্য জাতি। পরে জনসংখ্যার চাপ নিয়ন্ত্রণে এঁরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বসবাস করে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় এবং ভাষার ধারক ও বাহক হয়েছেন।

অর্থ জেনে নাও

তৎকালীন - সেই সময়। **প্রকট** - ব্যক্ত। **ধারক** - ধারণকর্তা।
বাহক - বাহনকারী। **সৎকুলোদ্ভব** - সদ্‌বংশীয়। **জনক** - পিতা।
একান্নবর্তী - এক পরিবারভুক্ত; অবিভক্ত।

জেনে রাখো :-

সপ্তসিন্ধু - শতদ্রু; বিপাশা; ইরাবতী; **চন্দ্রভাগা**; বিতস্তা; সিন্ধু ও সরস্বতী এই সাতটি নদী বিধৌত অঞ্চলকে সপ্তসিন্ধু বলে।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

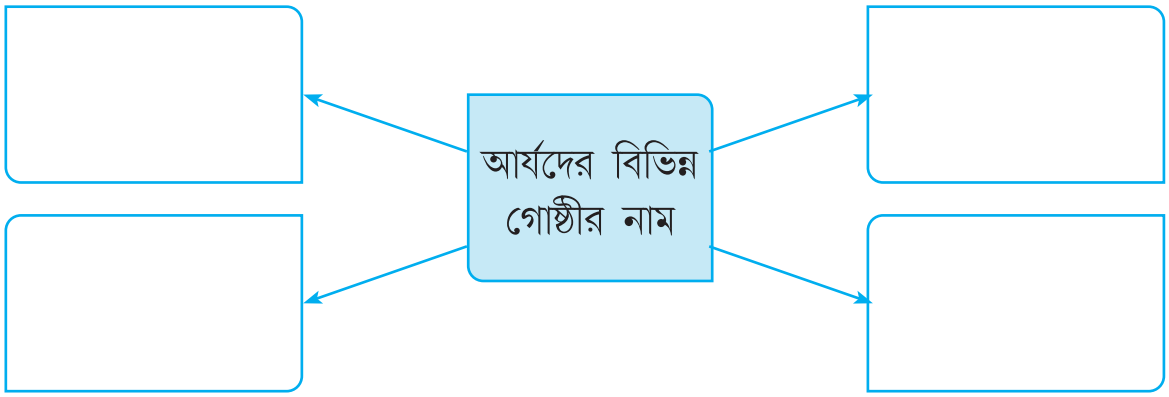

২) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

ক) আর্য পদের .....।

খ) ..... ছিলেন আদিবাসী।

গ) ..... জনক হলেন এই আর্য-অনার্য জাতি।

৩) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূণ্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) এঁদের মধ্যে তখন হতেই ..... বর্ণ ছিল।
(পাঁচটি, চারটি, দুইটি)

খ) প্রথমে সপ্তসিন্ধুতীরে ..... এরা বসবাস করতে থাকেন।
(দিল্লীতে, পাঞ্জাবে, গুজরাটে)

গ) এই ..... হতেই সমস্ত ভাষার উৎপত্তি।
(আর্যভাষা, ফরাসীভাষা, হিন্দীভাষা)

৪) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম লেখো।

খ) মহাভারতীয় সমাজে আর্যরা কটি শাখায় বিভক্ত ছিল?

গ) সমগ্র পৃথিবীর জনক কারা ছিল?

৫) দু-চার কথায় উত্তর লেখো।

ক) বৈদিক সভ্যতায় কয়টি বর্ণ ছিল? তাদের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল ?

খ) দ্বিতীয় শাখাটি কোথায়ও কোন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে?

গ) সংস্কৃত, 'পিতৃ' শব্দের কোন-কোন অপভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে?

ঘ) আর্য-অনার্য জাতি জনসংখ্যার চাপ নিয়ন্ত্রণে কী করলো?

৬) কারণ লেখো ।

ক) আর্য সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা বলা হয়।

খ) খ্রী: পূ: ১৫০০ অব্দে এঁরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

গ) গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাদ ও যুদ্ধ লেগেই থাকত।

৭) বিপরীত শব্দগুলি পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো।

ক) নবীন x..... খ) শান্তি x.....

গ) পশ্চিম x..... ঘ) জননী x.....

৮) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

ক) "সাধারণ লোকেরাই সভ্যতার বাহক ও ধারক।"— এ বিষয়ে তুমি তোমার মতামত লেখো।

খ) "একান্নবর্তী পরিবারই সুখী পরিবার।" — এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

১১. ধিতাং ধিতাং বোলে

সলিল চৌধুরী

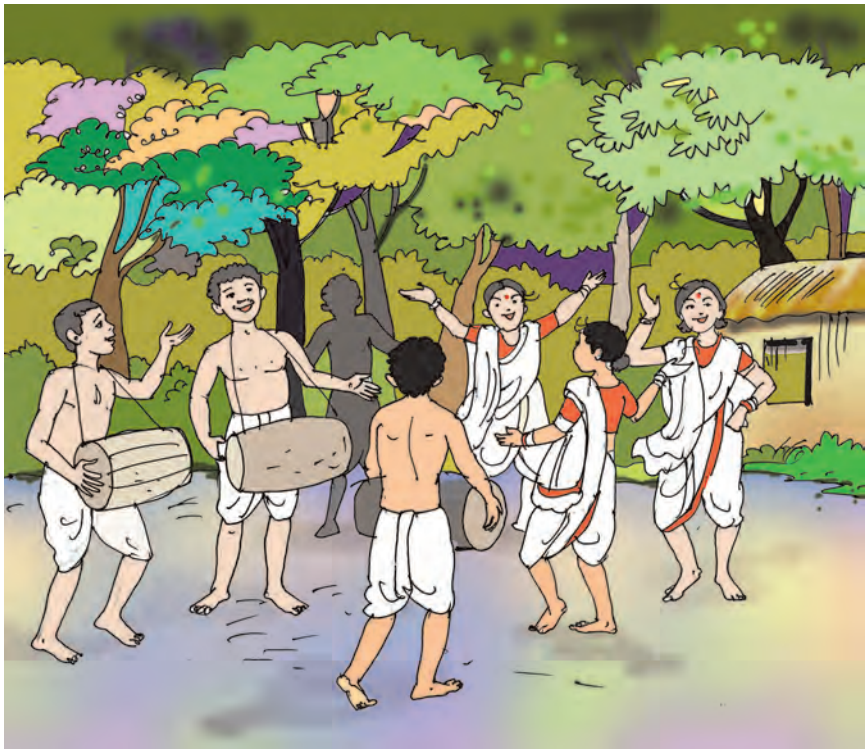

ধিতাং ধিতাং বোলে
কে মাদলে তান তোলে
কার আনন্দ উচ্ছলে
আকাশ ভরে জোছনায় ।।

আয় ছুটে সকলে
এই মাটির ধরা তলে
আজ হাসির কলরোলে
নূতন জীবন গড়ি আয় ।।
আয় রে আয় লগন বয়ে যায়
মেঘ গুড়গুড় করে চাঁদের সীমানায় ।
পারুল বোন ডাকে চম্পা ছুটে আয়
বর্গীরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয় ।

আয় রে আয়, আয় রে আয় ।।

ধিনাক না তিন তিনা
এই বাজা রে প্রাণবীণা
আজ সবার মিলন বিনা
এমন জীবন বৃথা যায় ।।

এ দেশ তোমার আমার
এই আমরা ভরি খামার
আর আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে সোনার কামনা ।
আয় রে আয় লগন বয়ে যায়,
মেঘ গুড়গুড় করে চাঁদের সীমানায় ।
পারুল বোন ডাকে চম্পা ছুটে আয়,
বর্গীরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয় ।

আয় রে আয়, আয় রে আয় ।।

অর্থ জেনে নাও

মাদল - ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র
উচ্ছলে - সর্বতঃ ব্যাপ্ত, যাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে এরূপ
ধরা - পৃথিবী
খামার - শস্য মাড়াই করার জায়গা
গুড়গুড় - মেঘের আওয়াজ
বর্গীরা - মারাঠা দস্যু
বৃথা - ব্যর্থ
স্বপন - স্বপ্ন
কামনা - ইচ্ছা
বীণা - বাদ্যযন্ত্র।

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো ঃ

ক) কে মাদলে তান .....

খ) আজ হাসির .....

গ) ..... তোমার আমার

ঘ) বর্গীরা সব হাঁকে ..... বেঁধে আয় ।

২) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) জোছনায় কী ভরে?

খ) পারুল বোন কাকে ডাকছে?

গ) আমরা স্বপ্ন দিয়ে কি গড়ি?

ঘ) মেঘ কোথায় গুড়গুড় করে?

৩) **দুই-তিন বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) কবি কাকে কাকে ডেকেছেন?

খ) কবি এই দেশটাকে কাদের দেশ বলেছেন এবং তারা কী করে?

৪) **কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।**

৫) **এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে সঠিক শব্দ তৈরী করো।**

ক) ল মা দ -..... খ) না ছ জো য়-.....

গ) **রু ল পা** -..... ঘ) ন ল গ -.....

৬) **একই শব্দের দুটি করে সমানার্থী শব্দ লেখো।**

ক) আকাশ -..... খ) চাঁদ -.....

গ) ধরা -..... ঘ) মেঘ -.....

৭) **বাক্য রচনা করো।**

ক) বীণা - .....

খ) বর্গীরা - .....

গ) কোমর - .....

ঘ) মেঘ - .....

৮) **অভিমতমূলক প্রশ্ন :-**

ক) "পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ-গান করা ভাল।"— এ বিষয়ে তুমি তোমার মতামত লেখো।

খ) "প্রতিটি মানুষই সঙ্গীতপ্রিয়।"— এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

১২. অলিম্পিকের কথা

শ্যামাপদ দত্ত

অলিম্পিকের জন্ম হয় গ্রীসদেশে। সে অনেকদিন আগের কথা। তখনও যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়নি। তখন গ্রীসদেশ ছিল বহুধাবিভক্ত। খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বহু রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। দেশে শান্তি বলতে কিছু ছিল না। শান্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গ্রীসের মানুষ এক অদ্ভুত উপায় গ্রহণ করে। তা হল খেলাধূলা।

খেলাধূলার অর্থ শুধু শারীরিক উন্নতি সাধন নয়। এই খেলাধূলার মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে জাগে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে সৌভ্রাত্রের বন্ধন। অলিম্পিকের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সৃষ্টির ইতিহাস সেই অশান্তি ও অমঙ্গলের মাঝে খেলাধূলার মাধ্যমে শান্তি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

গ্রীসদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ম পিসার রাজা সিলোসথেনস, স্পার্টার রাজা লাইকারজাস এবং এলিস-এর রাজা হিফিটাস খ্রীষ্টজন্মের ৭৭৬ বছর আগে এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রবর্তন করেন।

গ্রীসদেশের দক্ষিণ দিকে অ্যালফিয়াস ও ক্ল্যাডিয়াস নদীর মোহনায় সবুজ গাছপালায় ঘেরা এক সমতল ভূমি ছিল। তার নাম ছিল অলিম্পিয়া। এই স্থানেই প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তখন এইখানে প্রতি চার বছর অন্তর পাঁচদিন ব্যাপী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হতো। প্রথম হতো রথ চালনা এবং তারপর হতো পেন্টাথেলন। এই পেন্টাথেলন প্রতিযোগিতার প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দৌড়, লংজাম্প, লৌহ চাকতি ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া এবং কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হতো। যে প্রতিযোগী সব থেকে বেশী পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারত, সেই জয়ী হতো। তৃতীয় দিন সকালে চলত মিছিল ও পূজা এবং বিকালে ছোট ছেলেদের দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ এবং কুস্তি। চতুর্থ দিন সকালে বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতা হতো এবং বিকালে মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতো। পঞ্চম ও শেষ দিন ভোজ, পরস্পর মেলামেশা, গানবাজনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হতো।

এভাবে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান চলে বহুদিন যাবৎ এবং তার ফলে গ্রীসে শান্তিও স্থাপিত হয়।

এক সময় রোমের সম্রাট গ্রীসদেশ

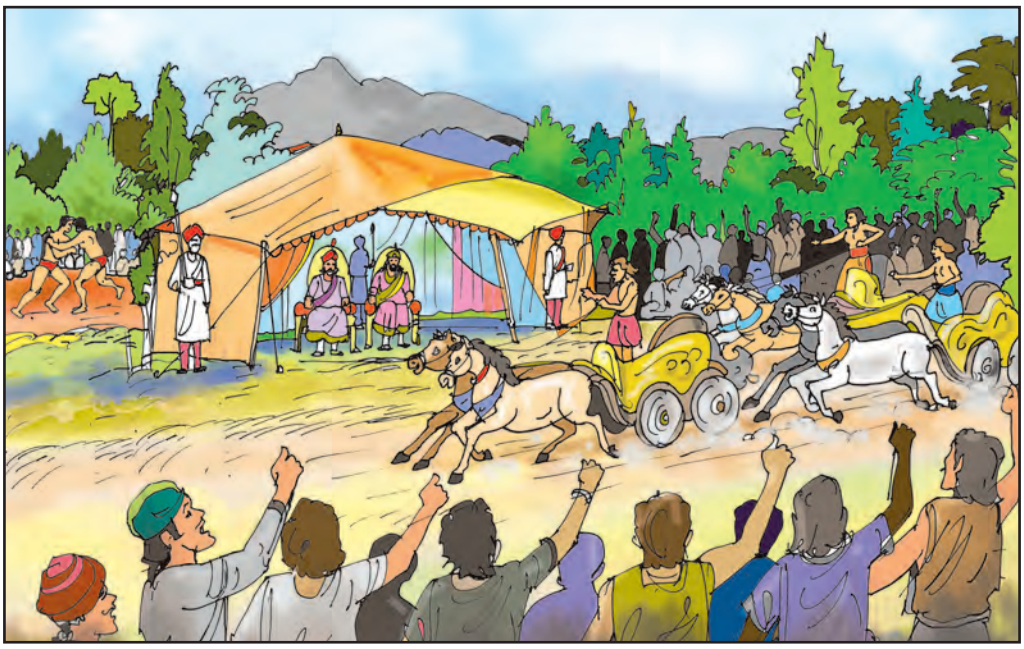

অধিকার করে নেয়। কালক্রমে রোমের লোকেরাও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে শুরু করে। প্রতিযোগীদের মধ্যে অসদুপায় অবলম্বনের ফলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আক্রোশের বশবর্তী হয়ে এক সময় রোমের লোকেরা অলিম্পিয়ার বিরাট স্টেডিয়ামে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তা ভেঙেচুরে একেবারে বিনষ্ট করে ফেলে।

বিভিন্ন জাতির প্রীতির সম্পর্ক, সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ়তর করার মিলনকেন্দ্র এইভাবে বিনষ্ট হয়। খৃষ্টজন্মের ৩৯৪ বছর আগে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আবার অলিম্পিকের অমর আত্মাকে পুনর্জীবিত-করেন ফ্রান্সের এক ব্যারণ। তাঁর নাম পিয়ারী দ্যকুবার্তিন। তাঁর উদ্যোগে এবং বিভিন্ন জনের সহায়তায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক অলিম্পিক আবার চালু হয়। প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে যুদ্ধের জন্য মধ্যে তিন বছর বন্ধ ছিল। একটা কথা মনে রাখবে, অলিম্পিকের অনুষ্ঠান না হলেও গুণতির হিসাবে অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে না। তাই ১৯৫২ সালের হেলসিংকি অলিম্পিক প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশ হলেও ঐ অলিম্পিককে পঞ্চদশ অলিম্পিক বলা হয়।

অর্থ জেনে নাও

অদ্ভুত - বিচিত্র। **মিছিল** - শোভাযাত্রা। **দ্বন্দ্ব** - বিবাদ; কলহ।
সৌভ্রাত্র - ভ্রাতৃপ্রীতি। **বহুধাবিভক্ত** - শাখা বিভক্ত।

প্রবর্তন - সূচনা; নিয়োজন।
মুষ্টিযুদ্ধ - ঘুষাঘুষির লড়াই।
ক্রীড়ানুষ্ঠান - খেলার উৎসব।
ব্যারণ - এক ধরনের সম্মানসূচক উপাধি।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

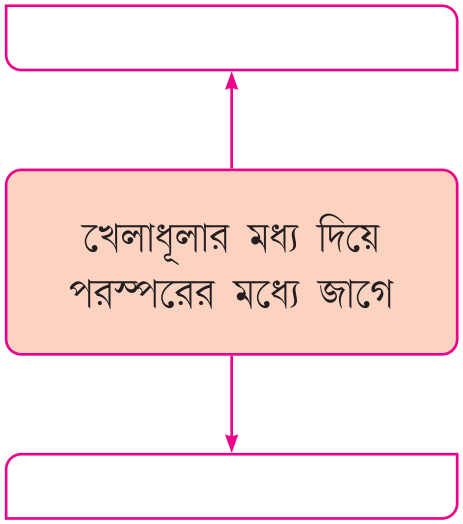

খ)

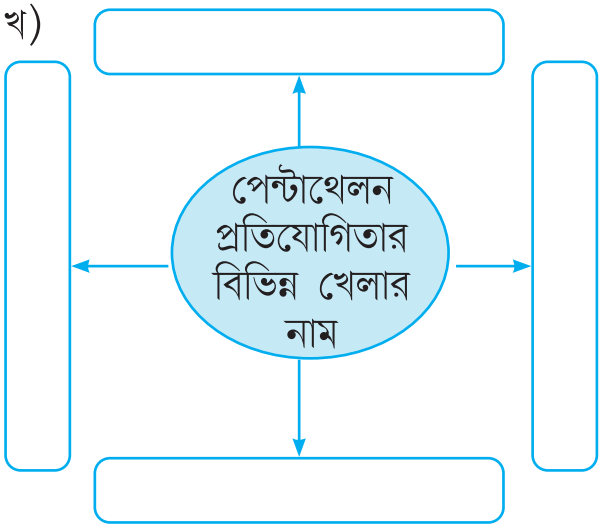

২) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

ক) অলিম্পিয়ার বিরাট স্টেডিয়ামে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং .....।

খ) আবার অলিম্পিকের অমর আত্মাকে পুনর্জীবিত করেন .....।

গ) শান্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে গ্রীসের মানুষ.....।

৩) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) গ্রীস দেশের দক্ষিণ দিকে ..... ও ..... নদীর মোহনায় সবুজ গাছপালায় ঘেরা এক সমতলভূমি ছিল।

খ) এক সময় রোমের সম্রাট ..... অধিকার করে নেয়।

গ) খ্রীষ্ট জন্মের ..... বছর আগে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৪) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) অলিম্পিকের জন্ম কোথায় হয় ?

খ) কত বছর অন্তর অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হতো ?

গ) খ্রীষ্ট জন্মের কত বছর আগে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রবর্তন হয় ?

ঘ) পুনরায় অলিম্পিকের অমর আত্মাকে পুনর্জীবিত করেন কে ?

ঙ) অলিম্পিকের চতুর্থদিনে কী কী খেলা হতো ?

৫) **দু-চার কথায় উত্তর লেখো।**

ক) প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?

খ) অলিম্পিয়া কোথায় অবস্থিত ছিল ?

গ) অলিম্পিক খেলার শেষ দিন কী কী অনুষ্ঠান হতো ?

৬) **কারণ লেখো।**

ক) অলিম্পিক তিন বছর বন্ধ ছিল।

খ) গ্রীসের মানুষ খেলাধুলা শুরু করেন।

গ) রোমের লোকেরা অলিম্পিয়ার বিরাট স্টেডিয়ামে আগুন ধরিয়ে দেয়।

৭) **পাঠ থেকে শব্দের অর্থ খুঁজে লেখো।**

ক) ধ্বংস -..... খ) বারো -.....

গ) নির্মাণ -..... ঘ) সমান -.....

ঙ) টুকরো টুকরো -..... চ) শ্যামল -.....

৮) **বিপরীত শব্দ লেখো।**

ক) প্রতিষ্ঠিত x..... খ) উন্নতি x.....

গ) বন্ধন x..... ঘ) সমাপ্তি x.....

ঙ) বেআইন x..... চ) শান্তি x.....

৯) **অভিমতমূলক প্রশ্ন :-**

ক) "প্রতিদিন ব্যায়াম করা প্রয়োজন।"— এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

● পার্থক্য বলো ।

১৩. (অ) কশ্মিরা

❑ উপরে দেওয়া ছবি দুটির সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ করতে বলবেন। ছবি দুটির মধ্যে অন্তত দশটি পার্থক্য খুঁজতে বলবেন। ছাত্র ছাত্রীদের ভিন্ন-ভিন্ন রাজ্যের বেশভূষা এবং অলঙ্কারের সম্পর্কে জানার জন্য এবং তাদের ছবি সংগ্রহ করার জন্য প্রেরিত করবেন।

১৩. (ব) প্রাকৃতিক দৃশ্য-১

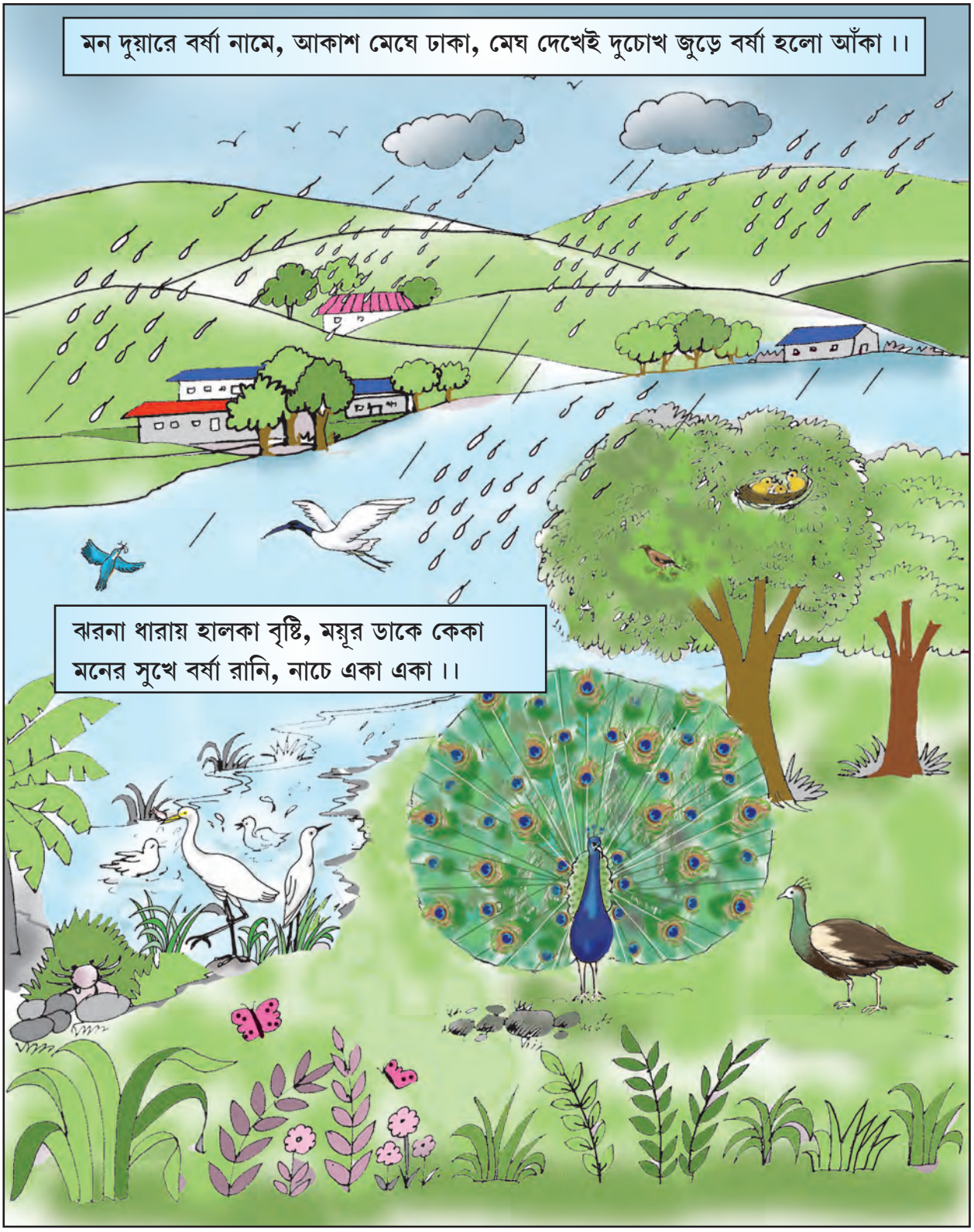

❑ চিত্র সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আঠ-দশ-বাক্য বলতে প্রেরিত করবেন । বর্ষার ফলে আমাদের চতুর্দিকে কোন-কোন প্রাকৃতিক পরিবর্তন হয় তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন । প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৃষ্টিতে ভেজার অনুভব লিখতে প্রোৎসাহিত করবেন ।

● দেখো, বলো ও কৃতি করো ।

১৩. (ক) প্রাকৃতিক দৃশ্য-২

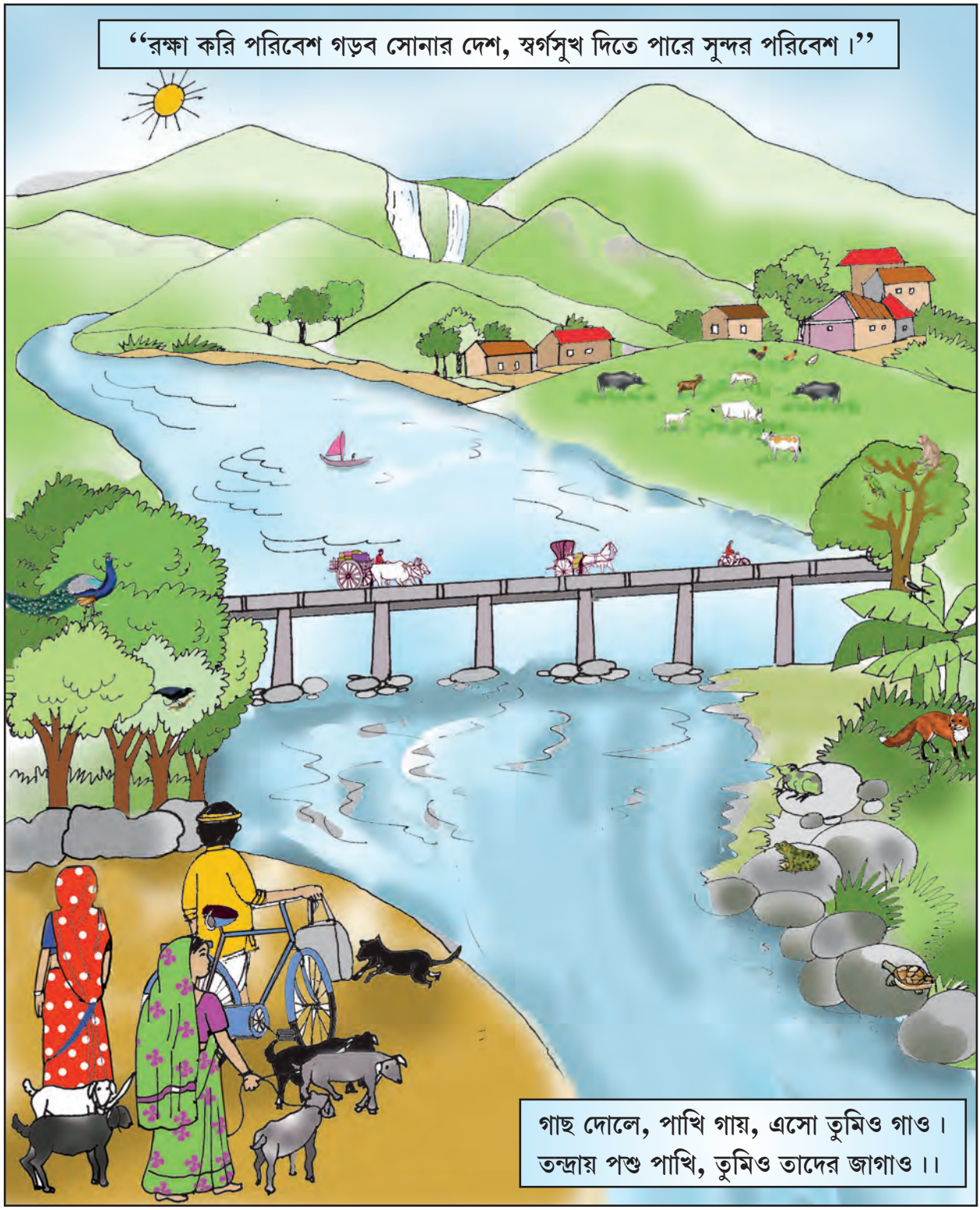

❑ ছবির নিরীক্ষণ করে ছবিতে কি-কি দেখা যায় তা জিজ্ঞাসা করবেন । ছবিতে দেখানো প্রাণীর বুলি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে বলতে বলবেন । শিক্ষার্থীদের দুটি-সমুহ তৈরী করে অন্যান্য প্রাণী ও তাদের বুলি বলার কৃতি করিয়ে নেবেন ।

পুনরাবৃত্তি - ২

১) যেকোনো একজন মহিলা বিপ্লবীর অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী শোনাও।

২) তোমাদের গ্রামের / শহরের মুখ্য ব্যবসার সম্বন্ধে বলো।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'গল্পগুচ্ছ' বই থেকে তোমার পছন্দের গল্প পড়ো।

৪) যেকোনো একটী বিষয়ে ৭-৮ লাইনের একটী কবিতা লেখো।

৫) নিম্ন চৌকট থেকে শব্দ নিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য লেখো।

(১)	(২)	(৩)
আমি, তুই, আমরা	ভাত, পাখি	খাই / খাস / খাও / খান
তুমি, আপনি	ফল	দেখি / দেখো / দেখুন
স্বয়ং	রুটি	পড়ে / পড় / পড়ুন
সে, তারা	পুস্তক	খায় / খাবে
কে, কি	কোলকাতা	ধরি / ধরিস / ধরো
যে	ভালো	ধরেণ / ধরে
ইহা		যাই / যাস / যাও
		যান / যায়
		দেখায় / দেখি

উপক্রম / প্রকল্প

- গুরুজনদের কাছে নীতিমূলক গল্প শোনো।
- বাংলায় নতুন কী শিখলে সপ্তাহের শেষে অভিভাবকদের বলো।
- পাঠ্যপুস্তকে যে নতুন শব্দ পাবে তার অর্থ অভিধানে পড়ো।
- মনীষীদের জন্মদিনের ও স্মৃতিদিনের তালিকা মাস অনুযায়ী তৈরী করো।

किशोर

कथा, कविता, कादंबरीका, एकांकिका, दीर्घकथा, गंमतगाणी, ललित, छंद, चरित्र, विज्ञान, देश-देशांतर, लोककथा

लोकप्रिय व अभिरुचिसंपन्न किशोर मासिकातील चाळीस वर्षांतील निवडक साहित्यांवर आधारित 'निवडक किशोर'चे १४ खंड

किंमत प्रत्येकी
₹ १६३/-
(३०% सूट)

वरील खंड पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या सर्व भांडारांत विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. १४ खंडांची एकूम किंमत ₹ १६००/-

किशोर

वरील खंडांच्या खरेदीसाठी मंडळाच्या पुढील विभागीय भांडारांशी संपर्क साधा.

पुणे (०२०- २५६५९४६५), मुंबई (गोरेगाव) (०२२-२८७७१८४२), औरंगाबाद (०२४०- २३३२१७१), नागपूर (०७१२-२५२३०७८/ २५४७७१६), नाशिक (०२५३- २३९१५११), लातूर (०२३८२- २२०९३०), कोल्हापूर (०२३०- २४६८५७६), अमरावती (०७२१-२५३०९६५), पनवेल (०२२- २७४६२६४५)

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে।

बालभारती इयत्ता ५ वी (बंगाली माध्यम)

₹ 40.00